ঢাকা অ্যাডভেন্টিস্ট প্রি-সেমিনারী অ্যান্ড স্কুল
২য় সাময়িক ক্লাস নোটস - ২০২১
৪র্থ শ্রেণি, বিষয়ঃ বাংলা

বিঃদ্রঃ

*** শব্দার্থগুলো বই দেখে CW খাতায় লিখবে।**

*** শুন্যস্থান পূরণ, যুক্তবর্ণ ও বাক্যগঠন বই অনুসরণ করবে।**

*** ব্যাকরণঃ অনলাইন ক্লাস ও সিলেবাস অনুসরণ করবে।**

হাত ধুয়ে নাও

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখিঃ

ক) অন্তু মামার কাছ থেকে কী সম্পর্কে জেনেছিল?
উত্তরঃ অন্তু মামার কাছ থেকে 'হাত ধোয়া' সম্পর্কে জেনেছিল।

খ) **কেন অন্তুর অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত?**
উত্তরঃ পরিষ্কার করে হাত না ধোয়ার কারণে অন্তুর অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত।

গ) **সব সময় হাত পরিষ্কার না রাখলে কী হয়?**
উত্তরঃ সব সময় হাত পরিষ্কর না রাখলে পেটের রোগ, সর্দি-জ্বর হয়ে থাকে।

ঘ) **হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখার সঙ্গে আর কী করতে হয়?**
উত্তরঃ হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখার সঙ্গে হাতের নখগুলোও পরিষ্কার রাখতে হয়।

ঙ) হাত পরিষ্কার দেখালেও হাতের মধ্যে জীবাণু কেমন করে থাকে?
উত্তরঃ হাত পরিষ্কার দেখালেও হাতের মধ্যে জীবাণু থেকেই যায়। এসব জীবাণু আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না।

চ) **কী অভ্যাস করলে অসুখ-বিসুখ অনেক কমে যায়?**
উত্তরঃ পরিষ্কার করে হাত ধোয়ার অভ্যাস করলে অসুখ-বিসুখ অনেক কমে যায়।

ছ) **অন্তু মামাকে কী কথা দিয়েছিল?**
উত্তরঃ অন্তু মামাকে কথা দিয়েছিল যে, সে ঠিকমতো হাত ধোবে। আর সবাইকে বলবে, "সুস্থ থাকতে চাও তো হাত ধুয়ে নাও।"

মোদের বাংলা ভাষা

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখিঃ

ক) বাংলাদেশে 'কামার কুমার জেলে চাষা' কোন ভাষাতে কথা বলেন?
উত্তরঃ বাংলাদেশে 'কামার কুমার জেলে চাষা' মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলেন।

খ) এ দেশের মানুষের 'বেদন' কী?
উত্তরঃ আমাদের দেশের মানুষ মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলে। মানুষের ইচ্ছা, আশা ও আকাঙ্খা একমাত্র বাংলা ভাষাই মেটাতে পারে। কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা বলার সময় বিদেশি ভাষা ব্যবহার করা হয়, আর এটাই হচ্ছে এ দেশের মানুষের বেদন বা বেদনার বিষয়।

গ) কী সহ্য করতে মানা করা হচ্ছে?
উত্তরঃ বিদেশি বা ইংরেজি ভাষার ছড়াছড়ি সহ্য করতে মানা করা হচ্ছে।

ঘ) তাদের কোন মুক্তির কথা বলা হয়েছে?
উত্তরঃ তাদের রক্ত-পিছল পথে বিজাতীয় কথার ছড়াছড়ি থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে।

ঙ) বাংলা ভাষাকে সহজ সরল ভাষা বলা হয়েছে কেন?
উত্তরঃ দেশের সব মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং বোঝে বলেই এ ভাষাকে সহজসরল বলা হয়েছে। আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ঠাকুরদা-ঠাকুমা সকলেই বাংলায় কথা বলেন। এ ভাষায় তাদের মনের আশা-আকাঙ্খা, ইচ্ছা ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারেন। এজন্য মাতৃভাষা বাংলা তাদের কাছে সহজসরল ভাষা মনে হয়।

৪. কবিতাটি পড়ে কী বুঝলাম তা সংক্ষেপে লিখিঃ
উত্তরঃ এ দেশের 'কামার কুমার জেলে চাষি' সকলেই বাংলা ভাষায় কথা বলে। বিদেশের নানান ভাষা বাংলা ভাষার ভিতরে ঢোকানো ঠিক নয়। দেশের মানুষ এটা সহ্য করবে না। এই ভাষার জন্য অনেকে জীবন দিয়েছেন। দেশের সব মানুষের আশা-আকাঙ্খা একমাত্র মাতৃভাষা বাংলাই মেটাতে পারে।

বাওয়ালিদের গল্প

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখিঃ

ক। সুন্দরবন বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?
উত্তরঃ সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত।

খ। সুন্দরবন গাছপালা কোথা থেকে পানি পায়?
উত্তরঃ সুন্দরবনের গাছপালা বঙ্গোপসাগর থেকে পানি পায়।

গ। বাওয়ালি কারা?
উত্তরঃ সুন্দরবন থেকে যারা গোলপাতা সংগ্রহ করেন তারাই 'বাওয়ালি'।

ঘ। বাওয়ালিদের কাজ এত বিপজ্জনক কেন?

উত্তর: সুন্দরবনের বাঘের কারণে বাওয়ালিদের কাজ এত বিপজ্জনক। সুন্দবনের ভেতরে রয়েছে ভয়ঙ্কর বাঘ। এরা মানুষের মাংস খায়। বাওয়ালিরা গোলপাতা সংগ্রহ করতে বনের ভেতরে গেলে এই বাঘ তাদের বিপদের বড় কারণ হয়। যেকোনো সময় বাওয়ালিদের এই হিংস্র প্রাণীটি আক্রমণ করতে পারে।

ঙ। কীভাবে মানুষ এই বন থেকে অর্থ আয় করে, দুটো উপায় লিখ।

উত্তর: মানুষ এ বন থেকে কীভাবে অর্থ আয় করে তার দুটি উপায় নিচে দেওয়া হলো–

১। সুন্দরবনের মৌয়ালরা মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে অর্থ আয় করে।

২। বাওয়ালিরা বন থেকে গোলপাতা সংগ্রহ ও বিক্রি করে অর্থ আয় করে।

চ। সুন্দরবনে কাজ করার সময় কোনটি বাওয়ালিদের কাছে বেশি মূল্যবান, খাবার না খাবার পানি? কেন?

উত্তর: সুন্দরবনের কাজ করার সময় বাওয়ালিদের কাছে খাবার পানি বেশি মূল্যবান। সুন্দরবনের লবণাক্ত পানি মানুষ খেতে পারে না। তাই বাওয়ালিদের সাথে করে পানি নিয়ে যেতে হয় এবং খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। পানি শেষ হয়ে গেলে সহজে খাওয়ার পানি পাওয়া যাবে না। এজন্য সুন্দরবনে কাজ করার সময় খাবারের চেয়ে খাবার পানি বাওয়ালিদের কাছে বেশি মূল্যবান।

ছ। বাওয়ালিরা কোথায় রাত কাটান?

উত্তর: বাওয়ালিরা নদীর মাঝখানে নৌকার মধ্যে রাত কাটান।

জ। সরকার সুন্দরবন থেকে কাঠ আহরণ নিষিদ্ধ করেছে কেন?

উত্তর: সুন্দরবনে বিভিন্ন ধরণের হাজার হাজার গাছ আছে। এই সব গাছ উপকূলীয় এলাকার জন্য প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। এই জন্য ১৯৮৯ সাল থেকে সরকার সুন্দরবন থেকে কাঠ আহরণ নিষিদ্ধ করেছে।

ঝ। মৌয়াল ও বাওয়ালিদের কাজ বর্ণনা করি।

উত্তর:

মৌয়ালদের কাজ: মৌয়ালরা মধু সংগ্রহ করে জীবন চালায়। তারা গ্রাম থেকে অনেক দূরে সুন্দরবনের ভেতরে যায় মধু সংগ্রহে। রোজ রোজ তাদের বাড়ি ফেরা সম্ভব হয় না বলে তারা গাছের ওপরে টং বানিয়ে থাকে।

বাওয়ালিদের কাজ: বাওয়ালিরা সুন্দরবনের গোলপাতা সংগ্রহ করে। সারাদিন গোলপাতা সংগ্রহ করে দিনশেষে বাড়ি ফেরে। এরপর সেই গোলপাতা বিক্রি করে অর্থ আয় করে।

পাখির জগৎ

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি:

ক। পাখিদের ভোরের দূত বলা হয়েছে কেন?

উত্তর: ভোর হলেই পাখি ডাকে। আর পাখির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙ্গে। তাই পাখিদের ভোরের দূত বলা হয়েছে।

খ। জাতীয় পাখি দোয়েলের বৈশিষ্ট্য কেমন?

উত্তর: জাতীয় পাখি দোয়েলের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১। এরা লোকালয় এবং অগভীর জঙ্গলে ঘোরে।

২। এরা গাছের উচু ডালে মাঝে মাঝে মধুর সুরে গান গায়।

৩। এরা শিকড়-বাকড় দিয়ে বাসা বানায়।

৪। ফুলের মধু ও কীটপতঙ্গ এদের প্রধান খাদ্য।

গ। কোন পাখি আমাদের ঘরেরই কেউ? কেন?

উত্তর: চড়ুই পাখি আমাদের ঘরেরই একজন। কারণ লোকালয়ই এদের প্রিয় জায়গা। এরা বাসাবাড়ির ঘুলঘুলিতে খড়, টুকরো কাপড়, শুকনো ঘাস ইত্যাদি দিয়ে বাসা তৈরি করে।

ঘ। কোন পাখি পরিবেশ সুন্দর রাখতে সাহায্য করে? কীভাবে?

উত্তর: টুনটুনি, বুলবুলি ইত্যাদি পাখি পরিবেশ সুন্দর রাখতে সাহায্য করে। টুনটুনি পাখি ফসলের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় খায় ও ফুলে ফুলে ঘুরে পরাগায়ণে সাহায্য করে। বুলবুলি পাখিও পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখতে সাহায্য করে।

ঙ। বুলবুলি পাখি দেখতে কেমন?

উত্তর: বুলবুলি পাখির মাথা ও গলা কালো রঙের। মাথার ওপর রাজকীয় কালো ঝুঁটি। এর তটপেট সাদা। তলপেটের শেষে লাল ছোপ। এ পাখির ঠোঁট ও পা কৃষ্ণবর্ণেও হয়ে থাকে।

কাজলা দিদি

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি:

ক। কাজলা দিদি কোথায় গেছে?

উত্তর: কাজলা দিদি চিরদিনের জন্য ছোট বোনটিকে ছেড়ে চলে গেছে। অর্থাৎ, দিদি মারা গেছে।

খ। কখন কাজলা দিদি কথা বেশি মনে পড়ে?

উত্তর: যখন বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ ওঠে তখন কাজলা দিদির কথা বেশি মনে পড়ে। এছাড়াও মনে পড়ে, যখন শোলক শুনতে ইচ্ছে হয়, যখন পুকুর পাড়ে নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে এবং যখন ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না।

গ। কাজলা দিদির কথা উঠলে মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন কেন?

উত্তরঃ কাজলা দিদি সবাইকে ছেড়ে চিরদিনের জন্যে পরপারে চলে গেছে। কিন্তু ছোট বোনটি তা জানে না। মা ভালো করেই জানেন তার মেয়েটি আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। তাই দিদির কথা উঠলে মায়ের চোখে কান্না আসে। সেই কান্না গোপন করার জন্য মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন।

ঘ। পুতুলের বিয়ের সময় দিদির কথা মনে পড়ে কেন?

উত্তরঃ ছোট বোনটির সারাক্ষণের সাথি ছিল তার কাজলা দিদি। আগামীকাল নতুন ঘরে পুতুলের বিয়ে হবে। সেখানে তার প্রিয় কাজলা দিদি থাকবে না ভেবে সে কষ্ট পাচ্ছে। দিদি তার পুতুলকে সাজিয়ে দিত। সবকিছু গুছিয়ে দিত। তাই পুতুলের বিয়ের সময় তার দিদির কথা মনে পড়ে।

ঙ। আমিও নাই, দিদিও নাই, কেমন মজা হবে- এ কথা বলে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তরঃ ছোট্ট মেয়ে দিদির হারিয়ে যাওয়াকে মজার একটা খেলা মনে করেছে। তার ধারণা, দিদি ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে, মা জেনেও তা বলছে না। তাই মায়ের ওপর অভিমান করে সে এ কথা বলেছে। সে ভাবছে দিদির মতো সেও যদি লুকিয়ে থাকে তাহলে বেশ মজা হবে।

চ। খুকি মাকে কেন শিউলি ফুলের গাছের নিচে সাবধানে যেতে বলেছে?

উত্তরঃ খুকির দিদি ফুল ভালোবাসত। শিউলি গাছের তলা ভুঁইচাঁপাতে ভরে গেছে। তাই সে মাকে সাবধান করে বলেছে, তিনি যখন পুকুর থেকে জল আনবেন তখন যেন পায়ে মাড়িয়ে ফুল নষ্ট না করেন।

ছ। ডালিম গাছের ফল ছিঁড়তে বারণ করেছে কেন?

উত্তরঃ ডালিম গাছের ডালের বুলবুলি পাখিটিও দিদির প্রিয় ছিল। বুলবুলি পাখিটি যেন উড়ে না যায়, তাই খুকি মাকে ডালিম গাছের ফল ছিঁড়তে বারণ করেছে।

পাঠান মুলুকে

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখিঃ

ক। সর্দারজিকে চেনা যায় কী দেখে?

উত্তরঃ সর্দারজির পোশাক দেখে তাঁকে চেনা যায়। সর্দারজি চুল বাঁধেন, দাড়ি সাজান, পাগড়ি পরেন।

খ। দিনের বেলায় ও রাত্রে পেশাওয়ার শহরে কী হয়?

উত্তরঃ দিনের বেলায় পেশাওয়ার শহর থাকে ইংরেজদের দখলে। আর রাতের বেলায় থাকে পাঠানদের দখলে।

গ। পাঠানদের অভ্যর্থনা কেমন হয়ে থাকে এবং কেন?

উত্তরঃ পাঠানদের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মতো আনন্দ তারা অন্যকোনো জিনিসে পায় না। আর সে অতিথি যদি হয় বিদেশি তাহলে তো কথাই নেই। আদর-আপ্যায়ন তখন আরও বেড়ে যায়।

ঘ। পাঠানেরা কীভাবে টাঙ্গা চালায়?

উত্তরঃ পাঠানেরা যার যে রকম খুশি সেভাবে টাঙ্গা চালায়। কেউ কারো জন্যে রাস্তা ছেড়ে দেয় না। গাড়ি এঁকে-বেঁকে রাস্তা করে নেয়।

মা

৬. কবিতাটিতে কবি কী বলেছেন তা সংক্ষেপে বলি ও লিখি।

উত্তরঃ আমাদের সবার জীবনে মা কথাটি একটি মধুমাখা নাম। মা কথাটিতে মিশে আছে সকল সুধা। মায়ের মমতা আমাদের জীবনে চলার পাথেয়। শৈশবে মা আমাদের গভীর মমতায় লালন-পালন করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম 'মা' কবিতায় মায়ের প্রতি মমতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। শৈশবে মা আমাদের গভীর মমতায় লালন-পালন করেন। জন্মের পর শিশু সবচেয়ে বেশি অসহায় থাকে। শুধু কাঁদা ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারে না। তখন মায়ের আদর যত্নে সে বড় হয়ে ওঠে। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে মা চিন্তা-ভাবনা করেন। সন্তান পড়ালেখায় ভালো হলে মা সবচেয়ে বেশি খুশি হন। মায়ের আশিষ পেলে সন্তানের সব দুঃখ ঘুচে যায়।

৭. আমার 'মা' সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

উত্তরঃ আমার মা আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা। মা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তাঁর মুখ দেখলে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। মায়ের কোল শুয়ে আমি সকল যন্ত্রণা ভুলে যাই। তিনি আমার দুঃখে কষ্ট পান এবং আমার সুখে সুখী হন। তাঁর মমতা পৃথিবীর আর কারো কাছে পাওয়া যায় না। আদর-সোহাগে মা আমার বুক ভরান। শত দুঃখ কষ্টেও তিনি আমাকে দুঃখ পেতে দেন না। মা আমার পড়ালেখায় সাহায্য করেন। মায়ের আশীর্বাদ আমার চলার পথের পাথেয়।

"সমাপ্ত"

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

টিক চিহ্নের জন্য (৮-১১ অধ্যায়) বই ভাল করে পড়তে হবে ।

অধ্যায়: ৮ (সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ)

অল্প কথায় উত্তর দাও:

১। সরকার আমাদের জন্য কি কি নির্মাণ করে?
উত্তর: সরকার আমাদের জন্য বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পার্ক ও খেলার মাঠ ইত্যাদি নির্মাণ করে।

২। সমাজে পানির দুটি ব্যবহার উল্লেখ কর।
উত্তর: সমাজে পানির দুটি ব্যবহার হলো-
* আমরা পানি পান করি এবং
* আমরা রান্নার কাজে পানি ব্যবহার করি।

৩। দুটি প্রাকৃতিক সম্পদের নাম লেখ।
উত্তর: দুটি প্রাকৃতিক সম্পদ হলো- পানি ও প্রাকৃতিক গ্যাস।

৪। হাসপাতালে রোগীর সেবা-যত্ন করেন কে?
উত্তর: হাসপাতালে রোগীর সেবা-যত্ন করেন ডাক্তার ও নার্স।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আমরা কি কি করতে পারি?

উত্তর: প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আমাদের করণীয় -
* আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় করব না।
* প্রাকৃতিক সম্পদ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখব।
* আমরা বড়দের সহযোগিতায় সভা, সেমিনার, ও র‍্যালির আয়োজন করব।
* প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হয় এরূপ কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখব ।

২। রাস্তাঘাট ও সেতু মেরামত করা জরুরি কেন?
উত্তর: আমরা যাতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে, নিরাপদে এবং দ্রুত যেতে পারি তার জন্য রাস্তাঘাট ও সেতু মেরামত করা জরুরি। তা ছাড়া বিভিন্ন পণ্য ও মালামাল পরিবহনের জন্য রাস্তাঘাট ও সেতু মেরামত করা অত্যন্ত জরুরি।

৩। পার্ক এবং খেলার মাঠ কীভাবে সমাজে ভূমিকা রাখে?
উত্তর: পার্কে এবং খেলার মাঠে সমাজের বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েরা একত্রিত হয়ে খেলাধুলা করে। এতে করে তাদের মাঝে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা নেতৃত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলা এবং সহনশীলতার গুণ অর্জন করে। তারা অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে না এবং বিষাদগ্রস্ত হয় না। এভাবে শিশু কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পার্ক ও খেলার মাঠ সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

অধ্যায়: ৯ (এলাকার উন্নয়ন)

অল্প কথায় উত্তর দাও:

১। গ্রামীণ অঞ্চলের দুটি সুবিধা উল্লেখ কর।
উত্তর: গ্রামীণ অঞ্চলের দুটি সুবিধা হলো- ১. তাজা ফলমূল, শাকসবজি, মাছ ইত্যাদির সহজলভ্যতা: ২. বিশুদ্ধ নির্মল বাতাস।

২। কীভাবে রাস্তাঘাট ও সেতু মেরামত করা সম্ভব?
উত্তর: স্থানীয় চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড মেম্বারকে জানিয়ে সকলে মিলে স্থানীয়ভাবে রাস্তাঘাট ও সেতু মেরামত করা সম্ভব।

৩। শহর অঞ্চলের দুইটি সুবিধা উল্লেখ কর।
উত্তর: শহর অঞ্চলের দুইটি সুবিধা হলো- ১. উন্নত মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুবিধা ২. ময়লা নিষ্কাশনের জন্য নালা বা ড্রেন।

৪। কীভবে পানি ও গ্যাস লাইন মেরামত করা সম্ভব?
উত্তর: পানি ও গ্যাস লাইন নষ্ট হলে স্থানীয় জনগণ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরকে জানানোর মাধ্যমে পানি ও গ্যাস লাইন মেরামত করা সম্ভব।

৫। নিরাপদ পানির অভাব হলে কি হয়?
উত্তর: নিরাপদ পানির অভাব হলে মানুষ রোগ- ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে আমাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?
উত্তর: এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে আমাদের ভূমিকা রাখা উচিত। যেমন- এলাকার কোনো রাস্তা, সেতু এবং সাঁকো ইত্যাদি ভেঙে যেতে পারে। এলাকার যাবতীয় সম্পদ আমরা যত্নের সাথে ব্যবহার করব। এলাকার সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণের উপর গুরুত্ব দেব। আমরা এলাকার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কাজেও অংশ নিব। এভাবে আমরা সকলে মিলে আমাদের এলাকাকে একটি উন্নত এলাকায় পরিণত করব।

২। এলাকায় কোনোকিছু মেরামত করার দায়িত্ব কার?
উত্তর: গ্রামীণ এলাকায় কোনো কিছু মেরামত করার দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড মেম্বরের। শহর এলাকায় কোনোকিছু মেরামত করার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরের। তাছাড়া এলাকার সকলে মিলে আমরা এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে পারি।

অধ্যায়: ১০ (এশিয়া মহাদেশ)

অল্প কথায় উত্তর দাও:

১। বাংলাদেশ ব্যতীত এশিয়া মহাদেশের দুটি দেশের নাম লেখ।
উত্তর: বাংলাদেশ ব্যতীত এশিয়া মহাদেশের দুটি দেশের নাম হলো- ভারত ও পাকিস্তান।

২। এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত দুটি মহাসাগরের নাম লেখ।
উত্তর: এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত দুটি মহাসাগরের নাম হলো ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর।

৩। এশিয়ার দুটি প্রধান ফসলের নাম লেখ।
উত্তর: এশিয়ার দুটি প্রধান ফসলের নাম হলো - ধান ও গম।

৪। এশিয়া মহাদেশের দুটি প্রাণীর নাম লেখ।
উত্তর: এশিয়া মহাদেশের দুটি প্রাণীর নাম হলো- রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও হাতি।

৫। মরুভূমির আবহাওয়া কেমন?
উত্তর: মরুভূমির আবহাওয়া খুব গরম।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। এশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ কেন?

উত্তর: এশিয়া যেসব কারণে বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ তা হলো-
* পৃথিবীর মোট স্থল ভাগের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এলাকা জুড়ে এশিয়া মহাদেশ অবস্থিত।
* জনসংখ্যার দিক থেকে এশিয়া প্রথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ।
* পৃথিবীর প্রায় ৬০ ভাগ লোক এ মহাদেশে বাস করে।
* পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত।
* পৃথিবীতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খনিজ সম্পদ এশিয়া মহাদেশে পাওয়া যায়।

২। এশিয়ার জলবায়ুর প্রকৃতি বর্ণনা কর।

উত্তর: এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের। এশিয়ার মাঝখানে আছে মরুভূমি। মরুভূমির আবহাওয়া খুব গরম। এশিয়ার উত্তরে সাইবেরিয়া অবস্থিত। এ অঞ্চল ঠান্ডা এবং তীব্র শীতে তুষারপাত হয়। কোনো কোনো শুষ্ক অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি হয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় সারা বছর তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয়।

অধ্যায়: ১১ (বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি)

অল্প কথায় উত্তর দাও:

১। বাংলাদেশের নদীগুলো কোন সাগরে পতিত হয়েছে?
উত্তর: বাংলাদেশের নদীগুলো বঙ্গোপাসাগরে পতিত হয়েছে।

২। আমাদের দেশে কয়টি ঋতু আছে।
উত্তর: আমাদের দেশে ছয়টি ঋতু আছে।

৩। আমাদের দেশে জলাভূমির ম্যানগ্রোভ বন কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: আমাদের দেশে জলাভূমির ম্যানগ্রোভ বন দক্ষিণ- পশ্চিমে বঙ্গোপাসাগরের তীরে সুন্দরবনে অবস্থিত।

৪। ম্যানগ্রোভ বনে কোন কোন প্রাণী পাওয়া যায়?
উত্তর: ম্যানগ্রোভ বনে যেসব প্রাণী পাওয়া যায় তা হলো - রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, বন্য শুকর, সজারু আর হরেক রকম পাখি।

৫। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রকৈতের নাম কী?
উত্তর: পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকতের নাম হলো কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। বাংলাদেশের সমুদ্রসৈকতগুলোতে বেশি পর্যটক আকৃষ্ট করতে তুমি কী কী করবে?
উত্তর: বাংলাদেশের সমুদ্রসৈকতগুলোতে বেশী পর্যটক আকৃষ্ট করতে আমি বড়দের সহায়তায় যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করব তা হলো-
* সমুদ্রসৈকতের বর্ণনা সংবলিত লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করব।
* ইন্টারনেটে সমুদ্রসৈকতের ছবি ও বর্ণনা প্রকাশ করব।
* সমুদ্রসৈকতের নিরাপত্তা বাড়াতে অনুরোধ করব।
* হোটেল ও মোটেলগুলোর কক্ষ বৃদ্ধিসহ অত্যাধুনিক আবাসনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করব।
* রেস্টুরেন্টগুলোতে ন্যায্য মূল্যে উন্নত মানের খাবারের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করব।

২। সমুদ্র সৈকতগুলো রক্ষায় তুমি কী কী করতে পার?
উত্তর: সমুদ্রসৈকতগুলো রক্ষায় আমি বড়দের সহায়তায় যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি তা হলো-

- সচেতনতামূলক পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করব।
- নাটিকার মাধ্যমে সমুদ্রসৈকত রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরব।
- স্থানীয় জনগণকে সমুদ্র সৈকত রক্ষায় স্বেচ্ছাশ্রমে উদ্বুদ্ধ করব।
- ভ্রমনে গিয়ে ময়লা-আবর্জনা যাতে না ফেলে সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করব।
- সমুদ্র পাড়ে বেশি বেশি গাছ লাগানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব।

শুন্যস্থান পূরণ কর:

১। জীবন যাপনের জন্য যা কিছু আমাদের প্রয়োজন মেটায় সেসবই হচ্ছে **সম্পদ** ।

২। প্রত্যেক শিশুরই **শিক্ষার** অধিকার আছে।

৩। **ডাক্তার** ও **নার্স** রোগীদের সুস্থ হয়ে উঠতে চিকিৎসা সেবা দেন।

৪। সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের জন্য **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান** রয়েছে।

৫। মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা এগুলো **সামাজিক** সম্পদ।

৬। **পার্কে** পরিবারের সকলে ঘুরে আনন্দ লাভ করেন।

৭। সড়কপথের মতোই আমাদের দেশে রয়েছে দীঘ **রেলপথ**।

৮। বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম **তাজিনডং**।

৯। বছরের সবচেয়ে উষ্ণ মাস **এপ্রিল**।

১০। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত **রয়েল বেঙ্গল টাইগার** বাস করে।

১১। **বর্ষাকালে** পরে বাংলাদেশের তাপমাত্রা কমতে থাকে।

১২। রাঙামাটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে **কাপ্তাই হ্রদ**।

১৩ । স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা না থাকলে পরিবেশ **দূষিত** হয়।

১৪। এলাকা সুন্দর রাখার জন্য **গাছপালা** লাগাব।

১৫। বাড়ি ও বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় **ফুলের বাগান** করব।

১৬। আমরা মানুষকে এলাকার উন্নয়নমুলক কাজে **সচেতন** করব।

১৭। আমরা এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজে **অংশ** নেব।

১৮। এশিয়ার উত্তরে **সাইবেরিয়** অবস্থিত।

১৯। ধান ও **গম** উৎপাদনে এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রথম।

২০। সমুদ্রের তীরবর্তী দেশগুলোতে অনেক **নারিকেল** জন্মে।

২১। এশিয়া মহাদেশে মোট ৪৭টি **দেশ** আছে।

২২। পৃথিবীতে প্রায় **৬০ ভাগ** লোক এশিয়া মহাদেশে বাস করে।

বাক্যগুলো পড়ে সত্য হলে সত্য এবং মিথ্যা হলে মিথ্যা লিখ:

১। শিক্ষালাভ করা সামাজিক অধিকার। **সত্য**

২। হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। **সত্য**

৩। এলাকার পার্কগুলো সকলের ঘুমানোর জন্য। **মিথ্যা**

৪। আমরা যাতায়াত করার কাজে সড়ক ব্যবহার করি। **সত্য**

৫। সড়কপথের মতোই আমাদের দেশে রয়েছে দীর্ঘ রেলপথ। **সত্য**

৬। গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির জন্য নলকূপ প্রয়োজন। **সত্য**

৭। ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা শহরাঞ্চলের উন্নয়নের একটি কাজ। **সত্য**

৮। শহরাঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় ডাস্টবিন প্রয়োজন। **সত্য**

৯। সুস্থ দেহের জন্য দীর্ঘ সময় ঘুমানো প্রয়োজন। **মিথ্যা**

১০। বাঁশের সাঁকো রাস্তায় দেখা যায়। **মিথ্যা**

১১। এশিয়া একটি বিশাল মহাদেশ। **সত্য**

১২। মরুভূমির আবহাওয়া খুব গরম। **সত্য**

১৩। এশিয়ার প্রধান অর্থকরী ফসলগুলো হলো পাট, তুলা ও চা। **সত্য**

১৪। এশিয়া মহাদেশে প্রচুর খনিজ দ্রব্য রয়েছে। **সত্য**

১৫। সোনা খনিজদ্রব্য না । **মিথ্যা**

১৬। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন। **সত্য**

১৭। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য ১২০ কিলোমিটার। **সত্য**

১৮। বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ হলো সেন্টমার্টিন । **সত্য**

১৯। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতকে সাগরকন্যা বলা হয়। **সত্য**

২০। রাঙামাটিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জাদুঘর আছে। **সত্য**

মিল করণ

১) বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের সাথে তাদের অকর্ষনীয় দিকগুলোর মিল কর:

সুন্দর বন	দীর্ঘতম সমদ্রসৈকত অতিথি পাখি
কক্সবাজার	রয়েল বেঙ্গল টাইগার জলপ্রপাত
কুয়াকাটা	বৌদ্ধমন্দির ম্যানগ্রোব বন

উত্তর:

সুন্দরবন--- **রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ম্যানগ্রোভ বন**

কক্সবাজার---- **দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত, জলপ্রপাত**

কুয়াকাটা----**বৌদ্ধ মন্দির, অতিথি পাখি**

২) বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুরলার মিল কর।

ক) রোগ-ব্যাধি হলে	খ্রিষ্টায়ানরা
খ) স্থানীয় সুযোগ-সুবিধাকে বলে	মানুষের নানা প্রয়োজন মেটায়
গ) গির্জায় প্রার্থনা করেন	সামজিক সম্পদ
ঘ) বনের গাছ ও পশু-পাখি	চিকিৎসা সেবা দরকার
ঙ) সহজে মালামাল বহনের উপায়	রেলগাড়ি

উত্তর

ক) রোগ-ব্যাধি হলে **চিকিৎসা সেবা দরকার** ।

খ) স্থানীয় সুযোগ-সুবিধাকে বলে **সামাজিক সম্পদ**।

গ) গিজায় প্রার্থনা করেন **খ্রীষ্টিয়ানরা**।

ঘ) বনের গাছ ও পশু-পাখি **মানুষের নানা প্রয়োজন মেটায়**।

ঙ) সহজে মালামাল বহনের উপায় **রেলগাড়ি** ।

"সমাপ্ত"

৪র্থ শ্রেণি, খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অধ্যায় – ০৬ (ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা)

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরঃ

(ক) আমরা কিভাবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করব?
উত্তরঃ আমরা ঈশ্বরের নাম পবিত্রভাবে উচ্চারণ করব।

(খ) ঈশ্বর কখন আমাদের আর্শিবাদ করে থাকেন?
উত্তরঃ আমাদের পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় দেখে ঈশ্বর আমাদের আর্শীবাদ করেন।

(গ) পবিত্রভাবে বিশ্রামবার পালন করার অর্থ কী?
উত্তরঃ পবিত্রভাবে বিশ্রামবার পালন করার অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থেকে সময় কাটানো।

২। রচনামূলক প্রশ্ন-উত্তরঃ

(ক) বিশ্রামবার পালনের অর্থ ব্যাখ্যা কর?

উত্তরঃ বিশ্রামবার সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে প্রভু বলেছেন, "তুমি বিশ্রামবারের কথা স্মরণ রাখবে আর তা পবিত্রভাবে পালন করবে"। বিশ্রামবার পালন করার দুটি দিক আছে। প্রথমটি মানবীয় দিক। এটি হলো- কাজ করলে আমাদের সবারই বিশ্রাম প্রয়োজন। বিশ্রাম না নিলে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। কিন্তু বিশ্রাম নিলে দেহ ও মনের শক্তি ফিরে পাই এবং পরে আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারি। এটি মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন। দ্বিতীয় দিকটি হলো আমাদের আধ্যাত্মিক দিক। ঈশ্বর বলেছেন, এ দিনটি পবিত্র। কাজেই এ দিনটি আমাদের পবিত্রভাবে পালন করতে হবে।

(খ) ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে চলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে চলার গুরত্ব অপরিসীম। কারণ ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাকে ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি। ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে চলার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি। তাঁর নামের মহিমা গৌরব করি। ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে চললে বিশ্রাম করে ঈশ্বরের উপাসনা করি। পবিত্র ঈশ্বরের সাহচর্য লাভ করতে পারি। অভাবী ও দীন-দুঃখীদের সেবা করার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। দৈহিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ থাকা যায়।

অধ্যায় – ০৭ (পাপ)

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরঃ

(ক) শেষ বিচারের মানদন্ড কি?

উত্তরঃ শেষ বিচার হবে অবহেলিতদের প্রতি আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করছি কিনা তার ভিত্তিতে।

(খ) ধার্মিক লোকদের জন্য কি পুরস্কার নির্ধারিত আছে?
উত্তরঃ ধার্মিক লোকদের জন্য জগতের সৃষ্টির সময় থেকে রাজ্য নির্ধারিত আছে, অর্থাৎ তারা শাশ্বত জীবনলোকে যাবে।

(গ) অবহেলিত মানুষদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কি?
উত্তরঃ অবহেলিত মানুষদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের সাহায্য সহায়তা করা।

(ঘ) অবহেলিতদের প্রতি দায়িত্ব পালন না করার ফল কি হবে?
উত্তরঃ অবহেলিতদের প্রতি দায়িত্ব পালন না করার ফল হবে শাশ্বত দন্ডলোক, অর্থাৎ তাদেরকে যেতে হবে নরকে।

২। রচনামূলক প্রশ্ন-উত্তরঃ

ক) শেষ বিচারের দিনে ধার্মিকের উদ্দেশ্যে যীশু কি বলবেন?

উত্তরঃ শেষ বিচারের দিনে ধার্মিকের উদ্দেশ্যে যীশু বলবেন "এসো তোমরা আমার পিতার আশীর্বাদ এর পাত্র যারা! জগতের সৃষ্টির সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে, তা এবার তোমরা নিজেদেরই বলে গ্রহণ কর। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তোমরা জল দিয়েছিলে আমি বিদেশি ছিলাম, দিয়েছিলে আশ্রয় ছিলাম বস্ত্রহীন, তোমরা আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে। আমি পীড়িত ছিলাম, পীড়িত তোমরা আমার যত্ন নিয়েছিলে। ছিলাম কারারুদ্ধ আর তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে।" তখন ধার্মিকেরা বলবে, "প্রভু কখন আমরা তোমার জন্য এত কিছু করেছিলাম?" যীশু বলবেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এ তুচ্ছতম ভাই-বোনদের একজনের জন্য তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্য করেছ।"

খ) অবহেলিতদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা ও না করার ফল গুলো লেখ।

উত্তরঃ অবহেলিতদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা ও না করার ফল গুলো নিচে উল্লেখ করা হলোঃ যীশুর শিক্ষানুসারে অবহেলিত ও তুচ্ছদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করলে আমরা পুরস্কৃত হব। যীশু শেষ বিচারের দিন বলবেন, "এসো তোমরা আমার পিতার আশীর্বাদ এর পাত্র যারা! জগতের সৃষ্টির সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে, তা এবার তোমরা নিজেদেরই বলে গ্রহণ কর।" অর্থাৎ এ ধরনের লোকেরা হলেন ধার্মিক। তারা যাবেন শাশ্বত

জীবনলোকে তথা স্বর্গীয় পিতার কাছে। আর যারা দায়িত্ব-কর্তব্য অবহেলা করবে তাদের তিনি বলবেন, "আমার সামনে থেকে দূর হও তোমরা, অভিশাপের পাত্র যারা। শয়তান ও তার দলের যত অপদূতের জন্যে যে শাশ্বত আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তোমরা সেই আগুনে যাও।" এরা যাবে শাশ্বত দন্ডলোকে তথা নরকে।

অধ্যায় – ০৮ (মুক্তিদাতা যীশু)

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরঃ

(ক) যীশু কুষ্ঠরোগীকে কী বলে সুস্থ করেছিলেন?
উত্তরঃ কুষ্ঠরোগীকে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করে যীশু বললেন, "তাই আমি চাই তুমি সেরেই ওঠ।"—এই বলে যীশু কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেছিলেন।

(খ) যীশু কেন জীবন দিয়েছিলেন?
উত্তরঃ প্রভু যীশু আমাদের মুক্তির জন্য জীবন দিয়েছেন। তিনি আমাদের জন্য স্বর্গের পথ খুলে দিয়েছেন।

(গ) যোহনের শিষ্যরা কেন যীশুর কাছে গিয়েছিলেন?
উত্তরঃ যোহনের শিষ্যরা যীশুর কাছে গিয়েছিলেন এ কথা জানতে যে, যাঁর আসার কথা ছিল যীশুই সেই মুক্তিদাতা কিনা।

২। রচনামূলক প্রশ্ন-উত্তরঃ

ক) যীশুর মুক্তির বাণীর মর্মার্থ কী?

উত্তরঃ যীশুর বাণীর প্রচারকাজের মূলবিষয় ছিল ঐশরাজ্য। তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে ঐশরাজ্য কাছে এসে গেছে। অর্থাৎ ঈশ্বর সব সৃষ্টির ওপর রাজত্ব করেন। তিনি সবকিছুর প্রভু। তিনি সব জাতির রাজা। এ সম্পর্কে তিনি সবাইকে সচেতন হতে ও মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের পথে ফিরে আসতে বলেন। ঈশ্বরের পথে ফিরে আসার অর্থ ন্যায্যতা, শান্তি, ভালোবাসা, সহানুভূতি, দয়া, মমতা ইত্যাদি গুন প্রকাশ করা।

খ) পক্ষাঘাত লোকটির সুস্থতা লাভের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ যীশু লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এমন সময় কয়েকজন লোক একজন পক্ষাঘাতগ্রস্থ মানুষকে খাটিয়ায় করে বয়ে নিয়ে এলো। তারা ভিড়ের জন্য লোকটিকে বাড়ির ভেতর আনতে পারছিল না। তাই তারা ঘরের ছাদের টালি সরিয়ে রোগীটিকে খাটিয়া সমেত লোকদের মাঝখানে যীশুর সামনে নামিয়ে দিল। তাঁর প্রতি তাদের এমন বিশ্বাস দেখে যীশু তাকে বললেন, '' শোন তোমার পাপ ক্ষমা করা হলো।" তিনি লোকটিকে আবার বললেন, '' আমি তোমাকে বলছি, ওঠ। তোমার খাটিয়া তুলে নাও আর ঘরে যাও।" আর তখনই সে উঠে দাঁড়াল। যে খাটিয়ায় এতক্ষণ শুয়ে ছিল, তা তুলে নিয়ে ঈশ্বরের বন্দনা করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল। উপস্থিত সবাই তখন অবাক হয়ে গেল।

গ) মুক্তির পথে চলার পাঁচটি উপায় লেখ।

উত্তরঃ মুক্তির পথে চলার পাঁচটি উপায় নিম্নরূপ—

১) পবিত্র বাইবেলে উল্লিখিত ঈশ্বরের সব বাণীর উপর তথা ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস স্থাপন করা।
২) মনে প্রাণে যীশুকে মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করা।
৩) পবিত্র আত্মার প্রেরণার উপর আস্থা রাখা ও তাঁর প্রেরণায় চলা।
৪) ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা।
৫) মাঝে মাঝে উপবাস ও দরিদ্রদের দান বা দয়ার কাজ করা।

অধ্যায় – ০৯ (পবিত্র আত্মার অবতরণ)

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরঃ

(ক) শিষ্যদের কাছে যীশু কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?
উত্তরঃ প্রভু যীশু শিষ্যদের জন্য পবিত্র আত্মা, অর্থাৎ একজন সহায়ক পাঠিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

(খ) কখন থেকে মণ্ডলীর যাত্রা শুরু হলো?
উত্তরঃ পবিত্র আত্মার অবতারণের পরে মন্ডলীর যাত্রা শুরু হলো।

২। রচনামূলক প্রশ্ন-উত্তরঃ

ক) পবিত্র আত্মাকে লাভ করে শিষ্যদের কী অবস্থা হয়েছিল ও তারা কী করেছিল ?

উত্তরঃ পবিত্র আত্মা লাভ করে শিষ্যদের মধ্য থেকে ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। তাদের অন্তরে এমন এক সাহস এলো, যা আগে কোনো দিন ছিল না। তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। এছাড়া গভীর এক আনন্দে তাদের অন্তর ভরে গেল। তাদের এরূপ আচরণ দেখে বিভিন্ন দেশ হতে আগত ইহুদিরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং তারা মনে করলেন, প্রেরিত শিষ্যগণ মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে। কিন্তু পিতর দাঁড়িয়ে ঐ লোকদের বললেন, "তাঁরা মদ খাননি; বরং পবিত্র আত্মা লাভ করেছেন।" তিনি যীশুর হয়ে লম্বা একটি ভাষণ দিলেন। তাঁর কথা শুনে লোকেরা অনুতপ্ত হলো ও মন পরিবর্তন করল। সেদিন তিন হাজার লোক যীশুর নামে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করল।

খ) পবিত্র আত্মাকে লাভ করে দীক্ষাস্নাত লেকাদের মধ্যে কী কী পরিবর্তন হয়েছিল ?

উত্তর: পবিত্র আত্মাকে লাভ করে দীক্ষাস্নাত লোকদের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা গেল-

১) দীক্ষাস্নাত সবাই প্রেরিতদের শিক্ষা, সহযোগিতা, রুটি ভাঙ্গার অনুষ্ঠান ও প্রার্থনায় মনোযোগী হলো।

২) প্রেরিতদের দ্বারা অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে লাগল।

৩) সবার অন্তরে একটি ঈশ্বরভীতি, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা কাজ করতে লাগল।

৪) সব ভক্ত নিজ নিজ সম্পত্তি বিক্রি করে সব টাকা-পয়সা এনে প্রেরিতদের কাছে জমা রাখতে লাগল।

৫) সবাই এক মন ও এক প্রাণ হয়ে প্রার্থনা, ঈশ্বরের প্রশংসা ও ভোজে যোগ দিতে লাগল। এছাড়া অগণিত মানুষ তাদের দলে যোগদান করতে লাগল এবং মন্ডলীর যাত্রা শুরু হলো।

অধ্যায় – ১০ (খ্রিষ্টমণ্ডলী)

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর:

(ক) আমরা কার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পিতা বলতে শিখেছি?

উত্তর: পবিত্র বাইবেলে যীশুর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে পিতা বলতে শিখেছি।

(খ) কখন যীশু আমাদের অন্তরে বাস করেন?

উত্তর: সবসময় যীশু আমাদের অন্তরে বাস করেন।

২। রচনামূলক প্রশ্ন-উত্তর:

ক) মাণ্ডলিক একতায় প্রভুর ভোজের গুরুত্ব লেখ।

উত্তর: খ্রিষ্টিয় পরিবারের সদস্যদের এক হওয়ার একটি প্রধান উপায় হলো প্রভুর ভোজ। নিচে খ্রিষ্টযাগ বা প্রভুর ভোজের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১) প্রভু যীশু নিজে এ সাক্রামেন্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। যাতনা ভোগ ও মৃত্যুর পূর্বে পুণ্য বৃহস্পতিবারে যীশু শিষ্যদের নিয়ে একটি ভোজ করেছিলেন। তিনি তাঁর স্মরণে এ অনুষ্ঠান করতে বলেন। সেই কথা স্মরণ করে আজও আমরা এ খ্রিষ্টযাগ অনুষ্ঠান করে থাকি।

২) পবিত্র খ্রিষ্টযাগ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। খ্রিষ্টযাগের আগে ও পরে আমরা পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ করি। এটি আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক গভীর করার একটি উপায়।

৩) খ্রিষ্টযাগ একটি পরিবারিক ভোজের মতো। আমরা সবাই একপাত্র থেকে যীশুর দেহ ও রক্ত ভোজন ও পান করব বলে প্রস্তুতি নিই। এরপর আমরা ঈশ্বরের বাণী শুনি। এরপর অর্পণ অনুষ্ঠানের সময় রুটি ও দ্রাক্ষারসের সাথে নিজেদের পিতার কাছে উৎসর্গ করি। আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে খ্রিষ্টযাগ শেষ করি। আমরা যীশুর কাছ থেকে প্রেরণদায়িত্ব নিয়ে নিজ নিজ পরিবার ও কর্মস্থলে ফিরে যাই।

খ) মন্ডলীর সদস্যদের তিনটি প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে লেখ।

উত্তর: মন্ডলীর সদস্যদের তিনটি প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো—

১) যাজকীয় ভূমিকা: মন্ডলীর সদস্য হিসেবে আমরা বিশ্বাস ও দীক্ষাস্নান দ্বারা ঈশ্বরের আপন জাতি হয়ে উঠি। দীক্ষাস্নানের সময় আমাদের পবিত্র তেল দিয়ে লেপন করা হয়েছে। আমরা এর মাধ্যমে যাজক হয়ে উঠেছি। তাই এখন আমরা প্রার্থনা পরিচালনা করতে পারি।

২) প্রবক্তার ভূমিকা: প্রবক্তার ভূমিকা হলো ঈশ্বরের কথা মানুষের কাছে প্রচার করা। তাঁরা খ্রিষ্টের যোগ্যতার সাক্ষী হয়ে ওঠেন। আমরা খ্রিষ্টের সাক্ষ্য দেওয়া, সত্য, ন্যায় ও শান্তির বাণী প্রচার করে প্রবক্তার ভূমিকা পালন করতে পারি।

৩) রাজকীয় ভূমিকা: রাজকীয় ভূমিকা হলো পরিবার ও সমাজকে সুপথে পরিচালনা করা। যীশু রাজা হলেও তিনি সেবকের ভূমিকা পালন করেছেন। আমরাও সেবা করে, নিজেরা সুপথে চলে এবং অন্যদের সুপথে পরিচালনা করে রাজার ভূমিকা পালন করতে পারি।

অধ্যায় – ১১ (পাপস্বীকার, খ্রিষ্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ)

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর:

(ক) যীশু কবে শেষ ভোজের অনুষ্ঠান করেন ?

উত্তর: যীশু পুণ্য বৃহস্পতিবার রাতে শেষ ভোজের অনুষ্ঠান করেন। এ রাতেই তিনি শত্রুদের হাতে সমর্পিত হয়েছিলেন।

(খ) পাপস্বীকার সাক্রামেন্তে যাজকের কাছে গিয়ে কী করতে হয় ?

উত্তর: পাপস্বীকার সাক্রামেন্তে যাজকের কাছে গিয়ে পাপের কথা খুলে বলতে হয়। পুরোহিত আমাদের পাপ শোনেন, এরপর উপদেশ ও দন্ডমোচন দেন।

২। রচনামূলক প্রশ্ন-উত্তরঃ

ক) খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণের ৪টি ফল কী কী ?

উত্তরঃ খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণের ৪টি ফল হলো—

১) খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণের ফলে খ্রিষ্ট ও তাঁর মন্ডলীর সাথে ভক্তের মিলন বৃদ্ধি পায়।
২) খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণকারীদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম বৃদ্ধি পায়।
৩) খ্রিষ্টভক্তের ভক্তি-ভালোবাসা আরও সবল হয়।
৪) ভবিষ্যতে মারাত্মক পাপ করা থেকে বিরত থাকে।

খ) হস্তার্পণ সাক্রামেন্তের ফলগুলো উল্লেখ কর।

উত্তরঃ হস্তার্পণ সাক্রামেন্তের ফলগুলো নিচে দেওয়া হলো-

১) ভক্তের অন্তরে পবিত্র আত্মা নতুনভাবে আগমন করে।
২) আধ্যাত্মিক মুদ্রাঙ্কন দ্বারা চিহ্নিত হয়।
৩) ভক্ত আরও দৃঢ়ভাবে খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্ট মন্ডলীর সাথে সংযুক্ত হয়।
৪) ভক্তের অন্তরে পবিত্র আত্মার শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে।
৫) ভক্ত বিশেষ শক্তি পায়, যাতে সে খ্রিষ্টের যথার্থ সাক্ষী হতে পারে।

অধ্যায় – ১২, বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরঃ

(ক) আব্রাহামকে কেন বিশ্বাসীদের পিতা বলা হয়?

উত্তরঃ আব্রাহামই সর্বপ্রথম এক ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে আমাদের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠলেন। তাই আব্রাহামকে বিশ্বাসীদের পিতা বলা হয়।

(খ) আব্রাহাম কেন নিজের দেশ ছেড়ে নতুন দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন?

উত্তরঃ ঈশ্বর আব্রাহামের ঈশ্বরভক্তি ও বিশ্বাস যাচাই করার জন্য নিজের দেশ ছেড়ে নতুন দেশে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ঈশ্বরের এ নির্দেশ পালন করার জন্য আব্রাহাম নিজের দেশ ছেড়ে নতুন দেশের উদ্দেশে রওনা দিলেন।

২। রচনামূলক প্রশ্ন-উত্তরঃ

ক) আব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি কী ছিল?

উত্তরঃ আব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশে এসে তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু তাদের কোনো সন্তান ছিল না। একদিন ঈশ্বর তাকে দর্শন দিয়ে বললেন, "ভয় করো না, আমি তোমাকে মহামূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত করব।" আব্রাহাম ঈশ্বরকে বললেন, তুমি আমাকে কী দেবে? আমারতো ছেলেমেয়ে নেই। কে আমার উত্তরাধিকারী হবে? তখন প্রভু তাকে বললেন, "তোমারই সন্তান তোমার উত্তরাধিকারী হবে।" এভাবে প্রভু ঈশ্বর তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করে তুলব। তোমার বংশ হবে আকাশের তারা-নক্ষত্র এবং সমুদ্রের বালুকণার মতো। আমি তোমাকে ফলশালী করে তুলব। তোমার থেকে অনেক রাজা বেরিয়ে আসবে। আমার ও তোমার মধ্যে এবং পুরুষানুক্রমেই তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার এ সন্ধি চিরন্তন সন্ধিরূপেই স্থাপন করব, যেন আমি তোমার ও তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের ঈশ্বর হই।"

খ) ঈশ্বর আব্রাহামকে কীভাবে আহ্বান করলেন?

উত্তরঃ ঈশ্বর আব্রাহামকে বললেন, ''তুমি তোমার দেশ, তোমার আত্মীয়স্বজন, তোমার পৈতৃক ভিটা-মাটির দেশেই চলে যাও। সেখানে তোমার থেকে আমি একটি মহান জাতির উদ্ভব ঘটাব। আমি তোমাকে আশিস ধন্য করব। তোমার নাম মহৎ করে তুলব। তুমি নিজেই হবে জীবন্ত আশীর্বাদ। যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে, আমি তাদেরও আশীর্বাদ করব। যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেবে, আমি তাকে অভিশাপ দেব। এ পৃথিবীর সব জাতির মানুষেরা তোমার নাম নিয়েই একে অন্যকে আশীর্বাদ জানাবে। " এভাবে ঈশ্বর আব্রাহামকে আহ্বান করলেন।

"ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন"

Class: IV, Subject: English

Text Book: 1. English for Today; Class-4
2. Headway: Learner's Communicative English Grammar and Composition. Class-4

English for Today		**Page**
Unit 19 – 32		**38 – 64**
1. Food around the world		**42, 43**
2. Animals		**58, 59**
3. Model Questions:		
a) 6: (Q. No- 1, 2,3,4,9 and 12)	**Grammar book:**	**274-277**
b) 8: (Q. No- 1, 2,3,4,9 and 12)		**281-285**

Grammar	**Page**
1. Definition of Adverb, Kinds of adverb with example	
From Exercise Q. No- 3, H.W/C.W	**67- 69**
2. Definition of preposition and use of preposition	**70-72**
Textual Exercise C.W/ H.W and from Exercise Q. NO- 4	**72**
3. Definition of conjunction, Types of conjunction	**73**
4. Some Common Conjunction	**74**
From Exercise Q. NO- 3, 4 and 6 H.W/ CW	**74, 75**
5. Interjection	
6. Paragraph	**Page**
a) My Mother	209, No: 2
b) My Favorite Teacher	215, No: 16
7. Essay	**Page**
a) Our School	**248-249, No: 5**
b) My Daily Life	**251, No: 8**
8. Dialogue	**Page**
a) You met a person and want to know the location of post office	**237, No: 3**
b) Your mother is ill, you met a doctor and requesting him to visit	**237, No: 4**

Class: IV, Subject: Math

বি:দ্র: গণিতের জন্য সিলেবাস ও ক্লাস অনুসরণ করতে হবে এবং অংকগুলো চর্চা করতে হবে।

চতুর্থ শ্রেণি, হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অধ্যায়-৪: শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা

প্রশ্ন - উত্তর:

১. শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা কী?
উত্তর: শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞান অর্জন করা যায় না। একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত দেখা দেয় এবং সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হয়। সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হয়। তাই মানবিক বা নৈকিত গুণ হিসেবে শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা অনেক।

২. সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা কী?
উত্তর: সহনশীলতা না থাকলে নানা মত ও পথের মানুষ এক সঙ্গে চলতে পারে ন। সহনশীলতার অভাবে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, হানাহানি ও অশান্তি। সুতরাং ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৩. সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে কীভাবে সম্প্রীতি গড়ে তোলা যায়?
উত্তর: আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকজন বাস করে। তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং ধর্মীয় আচরণ আলাদা। সকলের সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সানন্দে যোগদান করাই হচ্ছে সম্প্রীতি। এর মাধ্যমে সমাজে সৃষ্টি হবে পারস্পারিক যোগাযোগ, ভালোবাসা, আস্থা, বিশ্বাস ও অহিংসা। প্রতিটি মানুষই তার ধর্ম মত ও পথের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পোষণ করে। অন্যের মতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে সকল ধর্মের মাধ্যমে সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলা যায়।

৪. সকল ধর্মে মানুষের প্রতি সহনশীল হওয়ার উপকারিতা কী?
উত্তর: সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল হলে সমাজে কোনো মানুষের সমাজের ক্ষতি হবে না। সমাজে শান্তি বিরাজ করবে। সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হবে না। সকলে সম্প্রীতির মধ্যে, শান্তির মধ্যে মিলেমিশে বাস করতে পারবে।

৫. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি সহনশীল হবো কেন?
উত্তর: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা মানসিক ভাবে খুবই বিপযর্স্ত থাকে। তারা যখন তাদের সামনে দেখতে পায় একজন ভালো মানুষ কাজ করছে, হেটে চলছে, বা খেলাধুলা করছে তারা সেটা পারছে না তখন তাদের নিজেদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয় যার কারণে অনেকে আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। এ রকম অবস্থায় আমরা যদি তাদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করি, সহনশীলতা প্রদর্শন করি এবং তাদের নিয়ে সবসময় খেলাধুলা করি তাহলে তারা আনন্দিত হয়ে আমাদের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপনে উৎসাহিত হবে।

অধ্যায়-৫: ত্যাগ ও উদারতা

প্রশ্ন - উত্তর:

১. ত্যাগ কাকে বলে?
উত্তর: সাধারন ভাবে ত্যাগ বলতে বোঝায় কোনোকিছু ছেড়ে দেওয়া বা বর্জন করা।যেমন- দেশ ত্যাগ। বিশেষভাবে ত্যাগ মানে নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ বা লাভের চিন্তা ও কর্ম থেকে বিরত থেকে অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ করা।

২.'উদারতা ধর্মের অঙ্গ' উদাহরণসহ এ কথাটি ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: উদারতা একটি নৈতিক গুণ। সকল মানুষকে সমান মনে করার নাম উদারতা। উদার ব্যক্তির কাছে ছোট-বড়,ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল সকলেই সমান। সেখানে আপন-পরের ভেদাভেদ থাকে না। সকল সম্প্রদায়ের ও সকল ধর্মের মানুষকে তিনি আপন মনে করেন। তাই বলা হয়েছে- উদার ব্যক্তির নিকট পৃথিবীর সকলেই আত্মীয়। মোটকথা উদারতা একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ।

৩. দেবতারা স্বর্গ রাজ্য হারিয়েছিলেন কেন?
উত্তর: সে সময়ে বৃত্র নামে এ অসুর শিবে বর পেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শিবকে কঠোর ভাবে সাধনা করে বর আদায় করে । বরটি হলো- দেবতা বা অসুরদের অস্ত্রের আঘাতে তার মৃত্যু হবে না। তাই তিনি দেবতাদের স্বর্গরাজ্য জয় করে নিলেন। সেখান থেকে দেবরাজ ইন্দ্রসহ সকল দেবতাদের তাড়িয়ে দিলেন। তাই দেবতারা রাজ্য হারা হয়েছিলেন।

৪. দেবতারা কীভাবে বৃত্রাসুরের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেছিলেন?
উত্তর: দেবরাজ ইন্দ্র বিতাড়িত দেবতাদের নিয়ে শিবের কাছে গেলেন। শিব বললেন,বিষ্ণুলোকে যাও।বিষ্ণু তোমাদের পরামর্শ দেবেন। তারা বিষ্ণুর স্তব করলে, বিষ্ণু খুশি হলেন। তিনি বললেন, তোমরা নৈমিষারণ্যে দধীচি মুনির কাছে যাও। তার উদারতায় মঙ্গল হবে । দধীচি মুনি সব শুনে একটি উপায় বের করলেন। তিনি বললেন আমি দেহ ত্যাগ করব তারপর আপনারা আমার হাড় দিয়ে অস্ত্র তেরি করে ঐ অস্ত্র দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করুন। দেবতারা তাই করলেন। বৃত্রাসুরকে বধ করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করলেন।

৫. দধীচি মুনি কীভাবে দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন?
উত্তর: দধীচি মুনি দেবতাদের কথা শুনে বললেন, আমি দেহ ত্যাগ করব তারপর আপনারা আমার হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরি করে ঐ অস্ত্র দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করুন। দধীচি মুনি নিজের প্রাণের বিনিময়ে দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন।

অধ্যায়-৬ (প্রথম পরিচ্ছেদ) প্রতিজ্ঞা রক্ষা

প্রশ্ন - উত্তরঃ

১. প্রতিজ্ঞারক্ষা করলে কী হয় তা বুঝিয়ে লেখ।
উত্তরঃ প্রতিজ্ঞারক্ষা করা একটি নৈতিক গুণ। প্রতিজ্ঞারক্ষা করলে নিজের ক্ষতি হয় না। তাছাড়া প্রতিজ্ঞারক্ষা করলে সকলেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং খুশি হন।

২. লোকটি কাঁদছিল কেন? রাজা তার জন্য কী করলেন?
উত্তরঃ লোকটি এক ঝুঁড়ি কাঁচা পেঁপে এনেছিল বিক্রি করার জন্য । কিন্তু তা বিক্রি করতে না পেরে কাঁদছিল। রাজা তার সব পেঁপে কিনে নিলেন ও তাকে পাওনা টাকা দিয়ে দিলেন। লোকটি আনন্দে বাজার করে বাড়ি চলে গেলেন।

৩. প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য রাজা কী করেছিলেন?
উত্তরঃ এক কুম্ভকার বাজারে বিক্রি করার জন্য একটি অলক্ষির মূর্তি নিয়ে এলেন কিন্তু সেটি কেউ কিনলনা। কেউ না কেনায় রাজার অমঙ্গল হবে জেনেও প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য রাজা সেটি কিনে বাড়িতে নিয়ে এলেন।

৪. লক্ষ্মী দেবীসহ অন্যান্য দেব-দেবী রাজার বাড়ি ফিরে এসছিলেন কেন?
উত্তরঃ সকল দেবতা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর যখন ধর্মদেব চলে যাচ্ছিলেন তখন ধর্মদেবকে রাজা বলেছিলেন আমি তো অন্যায় কিছু করিনি আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করেছি । এ কথা শুনে ধর্মদেব সন্তুষ্ট হলেন এবং থেকে গেলেন। আর এ কারনে লক্ষ্মী দেবীসহ অন্যান্য দেব-দেবী রাজার বাড়ি ফিরে এসছিলেন।

৫. 'রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা' গল্প থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?
উত্তরঃ 'রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা' গল্প থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, প্রতিজ্ঞারক্ষা করা ধর্মের কাজ ও অঙ্গ। নিজের ক্ষতি হলেও প্রতিজ্ঞারক্ষা করতে হবে। যিনি অন্তর দিয়ে প্রতিজ্ঞারক্ষা করেন, দেবতারাও তার সহায় হন।

৬. 'রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা' গল্প অবলম্বনে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা কর।
উত্তরঃ রাজার রাজত্বে যে সকল প্রজা রয়েছে তাদের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করা রাজার কর্তব্য। কোনো প্রজা কষ্টে থাকলে তাতে রাজারই অকল্যান হয় এবং লোকজনের মুখে রাজার বদনাম ছড়ায়। তাই প্রজাদের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা চিন্তা করাই কর্তব্য।

অধ্যায়-৬ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ): গুরুজনে ভক্তি

প্রশ্ন - উত্তরঃ

১. পঞ্চগুরু বলতে কাদের বোঝায়?
উত্তরঃ হিন্দুধর্ম মতে যিনি জ্ঞান দান করেন তিনিই হচ্ছেন গুরু। আমাদের অনেক গুরুজন আছেন। তবে পাঁচজন হচ্ছেন বিশেষ গুরু। তাঁদের একসঙ্গে পঞ্চগুরু বলা হয়। তারা হলেন- পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শিক্ষক ও দীক্ষাদাতা।

২. শিক্ষক আমাদের কী করেন?
উত্তরঃ শিক্ষক আমাদের জ্ঞানের আলো দেন। কোনটি ভালো কোনটি মন্দ তা তিনি বোঝান। তাঁর শিক্ষায় আমাদের জীবন সুন্দর হয়। তিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করেন।

৩. গুরুভক্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
উত্তরঃ শাস্ত্র অনুসারে যিনি জ্ঞান দান করেন তিনিই হচ্ছেন আমাদের গুরু। আমাদের যাঁরা গুরু আছেন তাঁদের সবসময়ই ভক্তি করতে হবে। তাঁদের আদেশ, নির্দেশ আমাদের শ্রদ্ধার সাথে পালন করতে হবে। ভক্তি ছাড়া জীবনে সফলতা আসে না। ভক্তিভরে যেকোনো কাজ করলে তাতে সফলতা লাভ অনিবার্য। আর যথার্থ ভক্তি করলে গুরুজনেরা খুশি হন্ তাঁরা আমাদের আশীর্বাদ করেন ফলে আমরা আামাদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার পাশাপাশি সফলতা লাভ করতে পারি। তাই গুরু ভক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৪. গুরুর আদেশ পালনের জন্য আরুণি কী করেছিল?
উত্তরঃ গুরুর আদেশ পালনের জন্য আরুণি জমির দ্বারে গেল। কোনোভাবেই জল আটকাতে না পেরে শেষপর্যন্ত আরুণি নিজেই জমির আলে শুয়ে পড়ল।

৫. উদ্দালক কে? তাঁর এরূপ নামকরণের কারণ কী?
উত্তরঃ আরুণির আরেক নাক উদ্দালক। কারণ একদিন গুরুর জমি থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে গুরু আরুণিকে জমিতে আল বাধাঁর আদেশ দেন। অনেক চেষ্টা করেও সে জল আটকাতে পারল না অবশেষে সে নিজেই জমির আলের উপর শুয়ে পড়ল। এভাবে অনেক সময় চলে যাওয়ার পরও আরুণি আসছে না দেখে গুরু নিজেই জমির কাছে যান। তিনি এ ঘটনা দেখে গুরুভক্তি জন্য খুশি হন এবং আশীর্বাদ করেন। জমির আল থেকে উঠে এসেছে বলে তার নতুন নাম দেন উদ্দালক।

৬. 'আরুণির গুরুভক্তি' গল্প থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?
উত্তরঃ 'আরুণির গুরুভক্তি' গল্প থেকে আমরা এই নীতি শিক্ষা পাই যে, গুরুজনকে ভক্তি করতে হবে। তাঁদের আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে হবে। ভক্তি ছাড়া জীবনে সফল হওয়া যায় না। ভক্তিভরে যেকোনো কাজ করলে তাতে সফল হওয়া যায়।আর যথার্থ ভক্তি করলে গুরুজনেরাও খুশি হন। তখন তাঁরা প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। তাতে শিষ্যের মঙ্গল হয়।

"সমাপ্ত"

৪র্থ শ্রেণি, ইসলাম ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

৩য় অধ্যায় (আখলাক)

বিদ্রঃ এই প্রশ্নগুলো থেকে বহুনির্বাচনী, শুন্যস্থান ও মিলকরণ থাকবে তাই প্রতিটি প্রশ্ন-উত্তর ভাল করে শিখবে।

১. মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের কি? উত্তরঃ জান্নাত

২. লোভ আমাদের কি করে? উত্তরঃ ক্ষতি করে

৩. আমরা কোন কিছু কি করবো না? উত্তরঃ অপচয় করবো না।

৪. মন্দ স্বভাব ও খারাপ চরিত্রকে কি বলে? উত্তরঃ অসৎ চরিত্র।

৫. চরিত্র ভালো হলে জীবন কি হয়? উত্তরঃ জীবন সুন্দর হয়।

৬. সুন্দর স্বভাব ও ভালো চরিত্রকে আরবিতে কি বলে? উত্তরঃ আখলাক

৭. সচ্চরিত্র কোনটি? উত্তরঃ সত্যকথা বলা

৮. সত্যবাদীকে আরবিতে কি বলে? উত্তরঃ সাদিক

৯. সত্যিকার মুমিনের চরিত্র কেমন ? উত্তরঃ সুন্দর

১০. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমরা কি করব? উত্তরঃ আব্বা-আম্মাকে সালাম দেব।

১১. অসৎ চরিত্র কোনটি? উত্তরঃ শিক্ষককে সম্মান না করা

১২. শিক্ষক আমাদের কোন পথে চলতে নিষেধ করেন? উত্তরঃ অসৎ পথে

১৩. আমরা বড়দের কি করব? উত্তরঃ সম্মান করব

১৪. মহানবি (স) সকলের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন ? উত্তরঃ ভালো ব্যবহার

১৫. আমাদের আশেপাশে যারা বসবাস করে তারা আমাদের কে? উত্তরঃ প্রতিবেশী

১৬. প্রতিবেশী অসুস্থ হলে আমরা কি করব? উত্তরঃ সেবা করব

১৭. ফুয়াদ তার আম্মার চিকিৎসার জন্য কাকে ডেকে আনল ? উত্তরঃ ডাক্তারকে

১৮. যে সত্য কথা বলে তাকে কি বলা হয়? উত্তরঃ সত্যবাদী

১৯. মিথ্যা মানুষকে কি করে ? উত্তরঃ ধ্বংস করে

২০. মিথ্যাবাদীকে আরবিতে কি বলে? উত্তরঃ কাযিব

২১. যে ওয়াদা পালন করে, সকলে তাকে কি করে? উত্তরঃ বিশ্বাস করে

২২. ‘যত পায় আরও চায়’ এর নাম কি? উত্তরঃ লোভ

২৩. পরনিন্দা করা অর্থ কি? উত্তরঃ পরচর্চা করা, গিবত করা

২৪. অপচয় অর্থ কি? উত্তরঃ ক্ষতি, অপব্যয়, নষ্ট

২৫. পরনিন্দা করা কি? উত্তরঃ হারাম

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর:

১। আমাদের মহানবি (স)- এর চরিত্র কেমন ছিল?
উত্তর: আমাদের মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, " নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"।

২। আব্বা-আম্মার সাথে কিরূপ ব্যবহার করব?
উত্তর: এ পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে আপনজন আব্বা-আম্মা। স্নেহ মমতা ও দরদ দিয়ে তারা আমাদের লালন পালন করেন। তাই আব্বা-আম্মার সাথে আমরা ভালো ব্যাবহার করব, শ্রদ্ধা ও সম্মান করব। ঝগড়া বিবাদ করব না। সবসময় তাদের সব কথা মেনে চলব।

৩। শিক্ষকের সাথে দেখা হলে কি করব?
উত্তর: আব্বা-আম্মার মতো শিক্ষকও আমাদের আপনজন। তাই আমরা শিক্ষককে সম্মান করব। দেখা হলে সালাম দেব। তাদের আদেশ নিষেধ মেনে চলব। তাদের মনে কোন কষ্ট দেবনা। তাদের কথামতো মন দিয়ে লেখাপড়া করব।

৪। দাদা-দাদী ও নানা-নানি আমাদের কি করেন?
উত্তর: দাদা-দাদী ও নানা-নানি আমাদের আদর করেন, স্নেহ করেন ও ভালোবাসেন। তাঁরা আমাদের গুরুজন। তাই আমরা তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করব।

৫। মহানবি (স) বড়দের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন?
উত্তর: মহানবি (স) বড়দের সম্মান করতেন। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। বড়দের আদেশ উপদেশ মেনে চলতেন। দেখা হলে সালাম দিতেন।

৬। মহানবী (স) ছোটদের কি করতেন?
উত্তর: মহানবী (স) ছোটদের স্নেহ করতেন এবং ভালোবাসতেন। মহানবী (স) বলেন, " যে ছোটদের স্নেহ করেনা, আর বড়দের সম্মান দেখায় না, সে আমার উম্মত না।"

৭। আমরা কাজের লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করব?
উত্তর: আমাদের বাড়ির যে সব কাজের লোক বয়সে বড় তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করব এবং যারা ছোট তাদের স্নেহ করব। আমরা যা খাব তাদেরকেও তাই খেতে দিব। তাদের সাথে কখনও খারাপ ব্যবহার করবোনা।

৮। প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত হলে আমরা কি করব?
উত্তর: প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত হলে তাকে খাদ্য দেব। মহানবি (স) বলেছেন, " যে নিজে পেটভরে খায় অথচ তাঁর প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে মুমিন নয়।" তাই আমাদের উচিত নিজে খাওয়ার আগে প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেওয়া।

৯। আমরা রোগীর কি করব?
উত্তর: আমরা রোগীর সেবা করব, যত্ন নেব। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। তার খোঁজখবর নেব। আল্লাহর কাছে তার সুস্থ হওয়ার জন্য দোয়া করব। মহানবি (স) বলেছেন, " তোমরা রোগীর সেবা কর।"

১০। সত্যবাদী কাকে বলে?
উত্তর: যে সত্য কথা বলে তাকে সত্যবাদী বলে। সত্যবাদীকে আরবিতে আখলাক বলে। সত্যবাদীকে আল্লাহ ভালোবাসেন। সে পরকালে জান্নাত লাভ করবে।

১১। সব পাপের মূল কোনটি?
উত্তর: সব পাপের মূল হচ্ছে মিথ্যা বলা। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করেনা, ভালোবাসে না, শ্রদ্ধা করে না। মহানবি (স) বলেন, " সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে"।

১২। ওয়াদা পালন করা অর্থ কি?
উত্তর: ওয়াদা পালন করা অর্থ কথা দিয়ে কথা রাখা। কথামতো কাজ করা, চুক্তি রক্ষা করা, কারো সাথে কোন কথা দিলে তা রক্ষা করার নাম হল ওয়াদা পালন করা।

১৩। যে লোভ করে তাকে কি বলে?
উত্তর: যে লোভ করে তাকে লোভী বলে। যত পায় আরও চায়। বেশি বেশি চায়। তার নামই লোভ। লোভী মানুষকে কেউ ভালবাসেনা। সকলে ঘৃণা করে। কথায় বলে, লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু ।

১৪। অপচয় অর্থ কি?

উত্তর: অপচয় অর্থ ক্ষতি, অপব্যয়, নষ্ট, বিনা প্রয়োজনে কোন কিছু নষ্ট করাকে অপচয় বলে। অপচয় করা বড় পাপ। আল্লাহ বলেন, " নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই" ।

১৫। কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষের কথা বলার নাম কি?
উত্তর: কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষের কথা বলার নাম গিবত বা পরনিন্দা বা পরচর্চা । পরনিন্দা করা হারাম। যে পরনিন্দা করে তাকে পরনিন্দুক বলে। মহানবি (স) বলেন, " পরনিন্দাকারি জান্নাতে প্রবেশ করবে না" ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। সচ্ছরিত্র কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: সুন্দর ও ভালো চরিত্রই হচ্ছে সচ্চরিত্র। চরিত্র ভালো হলে জীবন সুন্দর হয়, সুখের হয়। আখিরাতে শান্তি পাওয়া যায়। ইমান আনা, আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করা, শিক্ষককে সম্মান করা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, সত্যকথা বলা ও ওয়াদা পালন করা, সালাত আদায় করা ইত্যাদি সচ্চরিত্রের উদাহরণ।

২। আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যাবহারের তালিকা তৈরি কর।
উত্তর: এ পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে আপনজন আব্বা-আম্মা। স্নেহ মমতা ও দরদ দিয়ে তাঁরা আমাদের লালন পালন করেন। তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহারের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :
ক . তাঁদের কথা, আদেশ, উপদেশ মেনে চলব।
খ . তাঁদের মনে কষ্ট দেব না।
গ . তাঁদের সেবা করব।
ঘ . তাঁদের জন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে দোয়া করব।
ঙ . তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করব।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, " তোমরা আব্বা-আম্মার সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বল" ।

৩। আব্বা-আম্মার জন্য কুরআন মজিদে বর্ণিত দোয়াটি বাংলায় উচ্চারণ লিখ।
উত্তর: আব্বা-আম্মার জন্য কুরআন মজিদে বর্ণিত দোয়াটি হচ্ছে- (রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরা) ।
অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক, আমার আব্বা-আম্মা আমাকে ছোটবেলায় যেমনি সেবা যত্নে লালনপালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি তেমনি দয়া করুন।'

৪। বড়দের সাথে আমাদের কেমন ব্যবহার করা উচিত?
উত্তর: বড়দের সাথে আমরা সবসময়ই ভালো ব্যবহার করব। তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করব। তাঁদের সাথে দেখা হলে সালাম দেব। আদবের সাথে কথা বলব। তাঁদের আদেশ উপদেশ মেনে চলব। রাস্তায় চলার পথে যানবাহনে কোন বয়স্ক মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে উঠে দাঁড়াব, তাদের বসতে দিব ।

৫। শিক্ষক আমাদের কি কি শেখান?
উত্তর: শিক্ষক হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষক আমাদের প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন। তিনি আমাদের কুরআন, সালাত ও আদব-কায়দা শিখতে সাহায্য করেন। সৎ ও ন্যায়ের পথে চলতে শেখান। জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিষয় এবং দেশ ও সমাজের কল্যাণের কথা আমরা তাঁর কাছে থেকেই জানতে পারি।

৬। প্রতিবেশী কারা? আমরা প্রতিবেশীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব?
উত্তর: যারা আমাদের আশেপাশে বসবাস করে তারাই আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর সাথে আমরা সবসময় ভালোব্যবহার করব। তাদের খোঁজখবর নেব, অসুস্থ হলে সেবা করব।প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকলে খাদ্য দেব। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেছেন, " যে নিজে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে মুমিন নয়" । আমরা প্রতিবেশীর অসুবিধা হয় এমন কোণো কাজ করব না।

৭। সত্যবাদীর প্রতি মানুষের ধারণা কেমন?
উত্তর: সত্যবাদীকে সকলেই পছন্দ করে। তাকে সকলেই সম্মান ও স্নেহ করে। সবাই তাকে বিশ্বাস করে ও সাহায্য করে। সবার কাছেই সত্যবাদী লোক প্রিয় ও সম্মানিত। সুতরাং বলা যায়, সত্যবাদীকে সকলেই অনেক ভালোবাসে ও পছন্দ করে।

৮। ওয়াদা পালন করার উপকারিতা কি?
উত্তর: ওয়াদা পালন করা মানে কথা দিয়ে কথা রাখা। যে ওয়াদা পালন করে সে সকলের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত হয়। সবাই তাকে ভালোবাসে ও বিশ্বাস করে। বিপদেআপদে সকলে তার জন্য এগিয়ে আসে। ওয়াদা পালনকারীকে মহান

আল্লাহ্তায়ালা অত্যন্ত ভালোবাসেন। আল্লাহ্তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। ফলে আখিরাতে সে সুখ ও শান্তি লাভ করে। সে জান্নাতবাসী হয়।

৯। লোভ মানুষের কি কি ক্ষতি করে?
উত্তর: লোভ লালসা মানুষের অনেক দুঃখকষ্ট ও অশান্তির কারণ। লোভের কারণে মানুষ নানা রকম অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত হয়। লোভের পরিণাম কখনো শুভ হয় না। লোভী মানুষ কখনো সুখী হয় না। তৃপ্তি পায় না। লোভ না করলে অনেক পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং লোভ থেকে সকলের দূরে থাকা উচিত।

১০। অপচয় থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা কি করব?
উত্তর: অপচয়কারীকে আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন না। অপচয় আমাদের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই আমরা অপচয় থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করব। অপচয় রোধে নিম্নোক্ত কাজ আমরা করব-

- আমরা কোন জিনিস নষ্ট করব না।
- বিনা প্রয়োজনে বাতি জ্বালিয়ে রাখব না।
- পানির কল খুলে রাখব না।
- গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখব না।
- টাকাপয়সা বিনা প্রয়োজনে খরচ করব না।

এভাবে আমরা অপচয় থেকে দূরে থাকতে পারব।

১১। আল্লাহ পরনিন্দা না করার জন্য কি বলেছেন?
উত্তর: মহান আল্লাহ তায়ালা পরনিন্দাকে অনেক ঘৃণা। তিনি পরনিন্দা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি পরনিন্দা করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেন, " তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়াবে না।" পরনিন্দাকারিদের জন্য আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম রেখেছেন। তাই আমরা এই জঘন্য কাজটি করব না তবেই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে।

৪র্থ অধ্যায়, কুরআন মজিদ শিক্ষা

বিদ্র: এই প্রশ্নগুলো থেকে বহুনির্বাচনী, শুন্যস্থান ও মিলকরণ থাকবে তাই প্রতিটি প্রশ্ন-উত্তর ভাল করে শিখবে।

১. কুরআন মজিদ কার কলাম? উত্তর: আল্লাহর কালাম
২. হযরত মুহাম্মদ(স) এর উপর কোন কিতাব নাজিল হয়েছেল? উত্তর: কুরআন মজিদ
৩. যবর, যের, পেশ ইত্যাদিকে কি বলে? উত্তর: হরকত
৪. মাদ্দ এর হরফ কয়টি? উত্তর: তিনটি
৫. ঈদগাম এর হরফ কয়টি? উত্তর: ছয়টি
৬. আরবি হরফের মাখরাজ কয়টি? উত্তর: ১৭টি
৭. হরফ উচ্চারণের স্থানকে কি বলে? উত্তর: মাখরাজ
৮. হরফে হালকি কয়টি? উত্তর: ছয়টি
৯. ইজহার শব্দের অর্থ কি? উত্তর: প্রকাশ করা
১০. জযম যুক্ত হরফকে কি বলে? উত্তর: সাকিন
১১. তানবীনের উচ্চারণ কেমন হয়? উত্তর: নূনযুক্ত হয়
১২. কুরআন মজিদের ভাষা কি? উত্তর: আরবি
১৩. কুরআন মজিদের প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতের জন্য কতটি নেকী পাওয়া যায়? উত্তর: ১০টি
১৪. কুরআন মজিদে কোনো হরফ টেনে পড়াকে কি বলে? উত্তর: মাদ্দ
১৫. একই হরফ পাশাপাশি দুই বার উচ্চারণ করাকে কি বলে? উত্তর: তাশদীদ

১৬. কুরআন মজিদ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের নিয়মকে কি বলে? উত্তর: তাজবীদ
১৭. ইদগাম অর্থ কি? উত্তর: যুক্ত করা বা একত্র করা
১৮. কুরআন মজিদ কি? উত্তর: একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান
১৯. মদিনায় যে সূরা নাজিল হয় তাকে কি বলে? উত্তর: মাদানি
২০. মক্কায় যে সূরা নাজিল হয় তাকে কি বলে? উত্তর: মাক্কি
২১. জযমযুক্ত হরফকে কি বলে? উত্তর: সাকিন বলে
২২. তানবিনের উচ্চারণ কেমন হয়? উত্তর: নূনযুক্ত হয়
২৩. সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করা কি? উত্তর: ফরজ
২৪. তাশদীদ চিহ্ন কোনটি? উত্তর:
২৫. তানবীন চিহ্নটি কোনটি? উত্তর:
২৬. জযম চিহ্ন কোনটি? উত্তর:
২৭. খাড়া যবর কোনটি? উত্তর:

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

১. আরবি হরফ কয়টি?

উত্তর: আরবি হরফ বা অক্ষর ২৯ টি । যথা:-

ا, ب, ت, ث, ج, ح, خ, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ك, ل, م, ن, و, ه, ء, ي.

২. হরকত কয়টি ?

উত্তর: হরকত তিনটি । যথা:-

যবর ( ), যের ( ), পেশ ( )

৩. মাদ্দের হরফ কয়টি ?

উত্তর: মাদ্দের হরফ তিনটি । যথা :-অলিফ (ا), ওয়াও (و), ইয়া (ي).

৪. হরফে হালকি কয়টি ?

উত্তর: হরফে হালকি ৬টি । যথা:-

হামজা (ء), হা (ح), হা (ه), খা (خ), আইন (ع), গাইন (غ).

৫. সাকিন কাকে বলে ?

উত্তর: জযম যুক্ত হরফকে সাকিন বলে । যথা:-

= আলিফ লাম যবর আল । = ফা ইয়া যের ফি । = কাফ লাম পেশ কুল ।

বর্ণণামূলক প্রশ্নের উত্তর

১. কুরআন মজিদ তিলাওয়াত সম্পর্কে মহানবি (স)- এর বাণীটি লিখ ।

উত্তর: আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হচ্ছে কুরআন মজিদ। কুরআন মজিদ তিলাওয়াত সম্পর্কে মহানবি (স) বলেছেন- "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম , যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শেখায়।" তিনি আরও বলেছেন- "কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করলে প্রত্যেক হরফের জন্য ১০টি নেকী পাওয়া যায়।

২. হরকত কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর: বাংলা ভাষায় যেমন আ-কার (া), ই-কার (ি) ইত্যাদি স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তেমনি আরবি ভাষায়ও এমন কিছু চিহ্ন ব্যবহার কর হয়। যেমন: যবর , যের , পেশ এ তিনটিকে আরবিতে হরকত বলে । যথা:

= আলিফ যবর আ = আলিফ যের ই = আলিফ পেশ উ

৩. তানবীন কাকে বলে? একটি করে উদাহরণ দাও ।

উত্তর: 'তানবীন ' অর্থ নূনে পরিণত করা। আরবিতে এমন কিছু শব্দের শেষ অক্ষরে যবর, যের ও পেশ যুগলভাবে ব্যবহৃত হয়ে সে অক্ষরের শেষে নূন আছে প্রকাশ করা হয়। আরবি ভাষার শব্দে ব্যবহৃত দুই যবর (-), দুই যের (-) ও দুই পেশ (-) বা যুগল হরকতকে তানবীন বলে। যেমন:-

= বা দুই যবর বান = বা দুই যের বিন = বা দুই পেশ বুন।

৪.জযম কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।

উত্তর: আরবিতে এমন কতগুলো হরফ আছে যাতে যের, যবর, পেশ কোনটি নেই কিন্তু এর আগের হরফে আছে। এই যের, যবর, পেশহীন হরফটি উচ্চারণের জন্য যে বিশেষ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাকে জযম ( ) বলা হয়। জযমের আর একটি চিহ্ন হলো । উদাহরণ:

(কুম) (মিন) (কুন) (হামদুন)

৫. মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দ-এর হরফ কয়টি? উদাহরণ দাও।

উত্তর: 'মাদ্দ' শব্দের অর্থ দীর্ঘ বা লম্বা। তাজবীদের নিয়ম অনুসারে কুরআন মজিদের কোনো কোনো শব্দের হরফ টেনে বা দীর্ঘায়িত করে পড়ার জন্য যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাকে মাদ্দ বলে। মাদ্দ-এর হরফ তিনটি ।যথা:- ي , و, ا

৬. তাজবীদ কাকে বলে?

উত্তর: 'তাজবীত' অর্থ সুন্দর করা, বিন্যাস করা, উত্তমভাবে সাজানো ।কুরআন মজিদ শুদ্ধভাবে তিলাওতের জন্য আয়াতসমূহ এবং আয়াতের শব্দ ও বর্ণের সঠিক উচ্চারণের যে নিয়ম রয়েছে তাকে তাজবীদ বলে। সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওত না করলে এর অর্থ ঠিক থাকে না ।শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওত ও সঠিকভাবে সালাত আদায়ের জন্য তাজবীদ পড়তে হয়।

৭. মাখরাজ কাকে বলে ? মাখরাজ কয়টি?

উত্তর: 'মাখরাজ' অর্থ বের হওয়ার জায়গা বা উচ্চারণস্থান। আরবি হরফ মুখের বিভিন্ন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। যেমন: - কণ্ঠনালী, জিহ্বা, তালু, দাঁত ও ঠোঁট ইত্যাদি। আরবি হরফের মাখরাজ ১৭টি।

৮. ইদগাম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর: 'ইদগাম' অর্থ যুক্ত করা, একত্র করা। কুরআন মজিদ সহীহ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের সময় কাছাকাছি উচ্চারণের দুটি হরফকে যুক্ত করে পড়াকে ইদগাম বলে।

যেমন:- (ফাহুম মুসলিমুন)

৯. তিন, চার, পাঁচ ও ছয় বর্ণের একটি করে শব্দ লিখ।

উত্তর: তিন বর্ণের শব্দ -

চার বর্ণের শব্দ-

পাঁচ বর্ণের শব্দ-

ছয় বর্ণের শব্দ-

১০.সূরা আন নাসর মুখস্থ বল।

উত্তর: পাঠ্য বই থেকে মুখস্থ কর ।

১১. সূরা ইখলাস মুখস্থ বল।

উত্তর: পাঠ্য বই থেকে মুখস্থ কর।

"সমাপ্ত"

বিষয়: অংকন ও রং করা

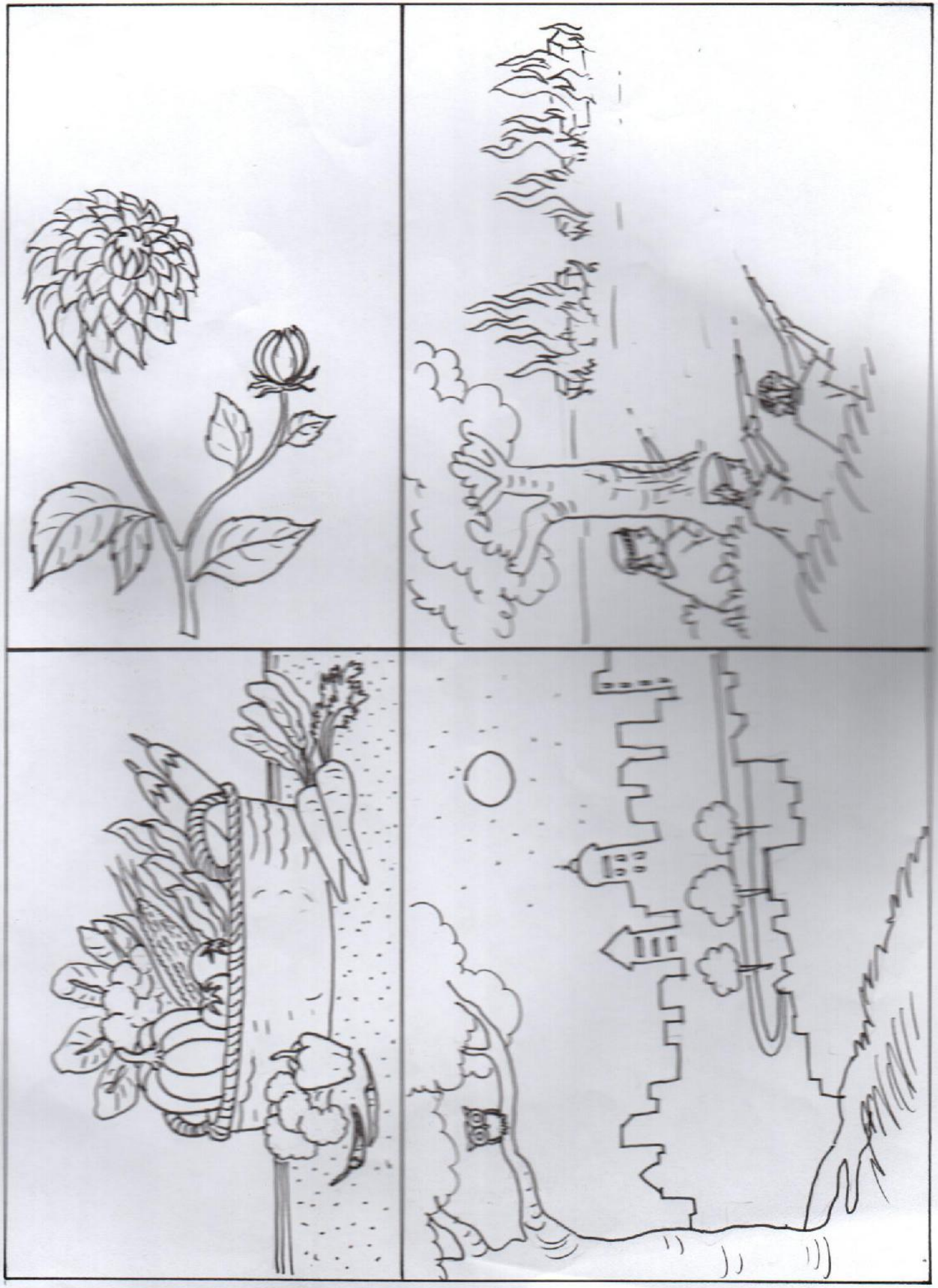

চতুর্থ শ্রেণি, বিষয়ঃ প্রাথমিক বিজ্ঞান

বিঃ দ্রঃ

* সঠিক উত্তর ও শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য প্রতিটি অধ্যায় (৬, ৭, ৮, ৯, ১০) ১ বার পড়বে। তারপর গুরুত্বপূর্ণ লাইন গুলোর নিচে দাগ দিবে।
* শুধুমাত্র অনুশীলনী সঠিক উত্তর ও শূন্যস্থান পূরণ গুলো C.W খাতায় লিখবে ।
* রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর গুলো তিন বার পড়বে ও C.W খাতায় একবার করে লিখবে।

অধ্যায়ঃ ৬ (পদার্থ)

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। পদার্থ কী তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ আমাদের চারপাশে নানা ধরনের বস্তু রয়েছে। যেমন- বই, খাতা, চেয়ার, টেবিল, জামা, কাপড় ইত্যাদি। এ সকল বস্তুই পদার্থ। কারণ এ বস্তু গুলোর নির্দিষ্ট ওজন, আকার ও আকৃতি রয়েছে। এরা জায়গা দখল করে । সুতরাং আমরা বলতে পারি ওজন, আয়তন, আকার, আকৃতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বস্তুই পদার্থ।

২। পরীক্ষার সাহায্যে আমরা কীভাবে প্রমাণ করতে পারি যে বায়ু একটি পদার্থ?

উত্তরঃ বায়ু একটি পদার্থ। কারণ বায়ু জায়গা দখল করে, বায়ুর ওজন আছে এবং বায়ু চাপ প্রয়োগে বাঁধা প্রদান করে। বায়ুর যে ওজন আছে, তা নিচে একটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা হলো।

চিত্রঃ বইয়ের ৪৬ পৃষ্ঠা নিচের ছবিটি আঁকতে হবেঃ বায়ুপূর্ণ বেলুনের দিকে দাঁড়িপাল্লাটি হেলে পড়েছে।

উপকরণঃ কাঠি, সূতা, বেলুন ২টি ও আলপিন।

পরীক্ষাঃ

১) কাঠিতে সূতা বেঁধে একটি দাঁড়িপাল্লা তৈরি করি। দুটি বেলুন ও একটি আলপিন নিই।
২) বেলুন দুটিকে এমনভাবে ফুঁ দিয়ে ফুলাই যাতে বেলুন দুটির আকৃতি একই হয়।
৩) ছবির মতো বেলুন দুটিকে দাঁড়িপাল্লার দুই পাশে ঝুলিয়ে দিই।
৪) দাঁড়িপাল্লাটিকে আনুভূমিকভাবে সমান করি।
৫) আলপিনের সাহায্যে একটি বেলুনে আলতো করে বেলুনের মুখের দিকে একটি ছিদ্র করি যাতে বাতাস আস্তে আস্তে বের হয়ে যেতে পারে।
৬) বেলুন ও দাঁড়িপাল্লার কী পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করি।

পর্যবেক্ষণঃ দাঁড়িপাল্লার যে পাশের বেলুন ছিদ্র করা হয়েছে, সে পাশ উপরে উঠে গেছে।

ফলাফলঃ ফোলানো বেলুনের ভিতরে বায়ু আছে দাঁড়িপাল্লা ফোলানো বেলুনের দিকে হেলে পড়ে। অতএব, আমরা বুঝতে পারি যে, বায়ুর ওজন আছে। অর্থাৎ বায়ু একটি পদার্থ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। বায়ুর তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তরঃ বায়ুর তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো-
১) বায়ু জায়গা দখল করে।
২) বায়ুর ওজন আছে।
৩) বায়ু চাপ প্রয়োগে বাঁধা প্রদান করে।

২। বস্তুর ওজন বলতে কী বোঝ?

উত্তরঃ কোন বস্তুকে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে কত জোরে টানছে তাই হলো বস্তুর ওজন। এটি বস্তুর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আমরা দাঁড়িপাল্লা বা নিক্তি ব্যবহার করে বস্তুর ওজন পরিমাপ করতে পারি। বস্তুর ওজন পরিমাপের একক হলো গ্রাম বা কিলোগ্রাম।

৩। বস্তুর আয়তন বলতে কী বোঝ?

উত্তরঃ কোনো বস্তু যে পরিমাণ জায়গা দখল করে তাকে তার আয়তন বলে। আয়তন পাদার্থের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব আয়তন আছে।

৪। পদার্থের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

উত্তরঃ পদার্থের বৈশিষ্টগুলো -
১) ওজন আছে ২) আয়তন আছে
৩) আকার আছে ৪) আকৃতি আছে ইত্যাদি।

অধ্যায়ঃ ৭ (প্রাকৃতিক সম্পদ)

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে কীভাবে শক্তি পাই?

উত্তরঃ আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে বিভিন্নভাবে শক্তি পাই। যেমন-
১) সূর্যের আলো শক্তির একটি গুরত্বপূর্ণ উৎস। সৌর প্যানেল ব্যবহার করে আমরা সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারি।
২) বায়ুপ্রবাহ জেনারেটরের সাথে যুক্ত করে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়।
৩) পানির স্রোত জেনারেটরের সাথে যুক্ত করে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়।
৪) জীবাশ্ম জ্বালানি দিয়ে খাবার রান্না করা, যানবাহন চালানো, বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন কাজ করা যায়।

২। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের পাঁচটি উপায় বর্ণনা কর।

উত্তরঃ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের পাঁচটি উপায় নিচে বর্ণনা করা হলো-

১) সম্পদের ব্যাবহার কমানোঃ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের একটি ভালো উপায় হচ্ছে তা ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া। শক্তির ব্যবহার কমিয়ে বা বর্জ্য উৎপাদন কমিয়ে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারে। যেমন রান্না শেষে চুলা নিভিয়ে ফেলা।

২) সম্পদের পুনঃব্যবহার করা: কাগজ দিয়ে ঠোঙা বানিয়ে কাগজের পুনরায় ব্যবহার করা যায়। কোনো জিনিসকে পুনরায় ব্যবহার করে আমরা বর্জ্য কমাতে পারি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি। কোনো জিনিসকে রিসাইকেল করা বা ফেলে দেওয়ার পূর্বে তা বারবার ব্যবহার করা উচিত। কোনো জিনিস ভেঙে গেলে তা ফেলে না দিয়ে বা নতুন ক্রয় না করে মেরামতের চেষ্টা করা উচিত।

৩) সম্পদের রিসাইকেল করা: রিসাইকেলের মাধ্যমে পুরানো বস্তুকে নতুন বস্তুতে পরিণত করা যায়। জিনিসপত্র রিসাইকেল করলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ কম পড়ে। যেমন-আমরা যদি কাগজ রিসাইকেল করি তাহলে নতুন কাগজ তৈরির জন্য গাছ কাটার পরিমাণ কমবে।

৪) নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করা: মানুষ প্রধানত অনবায়নযোগ্য প্রকৃতিক সম্পদ যেমন- তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এগুলো একবার ব্যবহারেই নিঃশষ হয়ে যায়। তাই নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- সূর্যের আলো, বায়ুপ্রবাহ এবং পানির স্রোত আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

৫) অভ্যাসের পরির্বতন করা: প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে অভ্যাসের পরিবর্তন করা। অপ্রয়োজনে বাতি জ্বালিয়ে না রেখে আমরা শক্তির ব্যবহার কমাতে পারি। কাগজের উভয় পৃষ্ঠাতে লিখে আমরা কাগজের অপচয় কমাতে পারি। আমরা ব্যবহৃত কৌটা বা পুরাতন অ্যালুমিনিয়ামের জিনিসপত্র রিসাইকেল করে নতুন জিনিসপত্র তৈরি করতে পারি।

৩। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর প্রয়োজন কেন?

উত্তর: মানুষ প্রধানত অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন-তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এগুলো একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- সূর্যের আলো, বায়ুপ্রবাহ এবং পানির স্রোত আমাদের ব্যবহার করতে হবে। এগুলো ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়না, প্রকৃতি থেকে পুনঃপুন পাওয়া যায় এবং ব্যবহার করা যায়। ফলে বিদ্যু উৎপাদন কখনো বন্ধ হয়ে যাবে না । এছাড়া এগুলো ব্যবহার করলে পরিবেশের ক্ষতি হয় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। পাঁচ ধরনের প্রাকৃতি সম্পদের নাম লেখ।

উত্তর: পাঁচ ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ হলো-

১) পানি সম্পদ। ২) বনজ সম্পদ।
৩) ভূমি সম্পদ । ৪) খনিজ সম্পদ।
৫) গ্যাস সম্পদ।

২। বাংলাদেশে কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে?

উত্তর: বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। যেমন- সূর্যের আলো, বায়ু, পানি, মাটি, উদ্ভিদ এবং প্রাণী। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং বেশ কিছু খনিজ ও শিলা রয়েছে।

৩। নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে?

উত্তর: যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায় না, প্রকৃতি থেকে পুনরায় পাওয়া যায় এবং ব্যবহার করা যায় তাকে নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন: সুর্যের আলো, বায়ু, পানি এবং উদ্ভিদ ইত্যাদি।

৪। অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে?

উত্তর: যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ একবার ব্যবহার করলে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং হাজার হাজার বছরেও তা ফিরে পাওয়া যায় না তাকে অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন: প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা এবং খনিজ ইত্যাদি।

অধ্যায়: ৮ (মহাবিশ্ব)

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। চাঁদের কয়টি দশা আছে বর্ণনা কর।

উত্তর: চাঁদ হলো পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। চাঁদের আকার নিয়মিত পরিবর্তিত হয়। চাঁদের উজ্জ্বল অংশের আকৃতি পরিবর্তনই হলো চাঁদের দশা। পৃথিবীকে আবর্তনের সময় পৃথিবীর দিকে মুখ করা চাঁদের আলোকিত অংশের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। এর ফলে চাঁদের বিভিন্ন দশার সৃষ্টি হয়। চাঁদের আটটি দশা বা পর্যায় রয়েছে। প্রতি ২৮ দিনে চাঁদ তার আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

২। গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য নিজে দেখানো হলো-

গ্রহ	নক্ষত্র
১) গ্রহের নিজস্ব কোন আলো নেই।	১) নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে।
২) গ্রহ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরে।	২) নক্ষত্র গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘুরে না।
৩) গ্রহ নক্ষত্রের তুলনায় বড় হয় না।	৩) নক্ষত্র গ্রহের তুলনায় অনেক বড় হতে পারে।

৩। সৌরজগৎ কী নিয়ে গঠিত?

উত্তর: সূর্য ও তার চারদিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু, ধূলিকণা ও গ্যাস নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত। মাহাবিশ্বে যে বিশালাকার বস্তুগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে তাই গ্রহ। গ্রহের নিজস্ব কোন আলো নেই। আমাদের পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ। সৌরজগতের আটটি গ্রহ রয়েছে। সৌর জগতের গ্রহগুলো হলো- বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন। চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ।

চিত্র: বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠা ছবিটি আঁকতে হবে: সৌরজগৎ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। সূর্য থেকে অন্যান্য নক্ষত্র ছোট দেখায় কেন?
উত্তর: অন্যান্য নক্ষত্র সূর্য থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। তাই এগুলোকে সূর্য থেকে ছোট দেখায়।

২। গ্যালাক্সি কী?
উত্তর: গ্যালাক্সি হচ্ছে নক্ষত্রের একটি বিশাল সমাবেশ।

৩। নক্ষত্রমন্ডল কী?
উত্তর: রাতের আকাশে বিশেষ আকৃতি সম্পন্ন নক্ষত্র জোটকে নক্ষত্রমন্ডল বলে।

অধ্যায়: ৯ (আমাদের জীবনে প্রযুক্তি)

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন কীভাবে আমাদের সহায়তা করে?
উত্তর: কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন আমাদের যেভাবে সহায়তা করে তা হলো-

১) স্বল্প সময়ে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করা যায়।
২) উচ্চ ফলনশীল ধান, গম ও আলুর বীজ পাওয়া যায়।
৩) রোগ ও কীটপতঙ্গ, প্রতিরোধী এবং দ্রুত বর্ধনশীল ফসল উৎপাদন করা যায়।
৪) নতুন উদ্ভিদের জাত সৃষ্টি করা যায়।
৫) স্বল্প সংখ্যক মানুষ দ্বারা ফসল প্রক্রিয়াকরণ করা যায়।

২। বাসস্থানে প্রযুক্তি কীভাবে আমাদের জীবনকে সুন্দর করছে?
উত্তর: বাসস্থান প্রযুক্তি যেভাবে আমাদের জীবনকে সুন্দর করেছে তা বর্ণনা করা হলো-

১) বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহারের ফলে ঘর সহজেই আলোকিত হচ্ছে।
২) রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ঘরে বসেই দেশের বিভিন্ন স্থানের সংবাদ জানা যাচ্ছে।
৩) টেলিফোন, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে যোগাযোগ করা যাচ্ছে।
৪) বৈদ্যুতিক পাখার মাধ্যমে অত্যন্ত গরমেও শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়।
৫) গ্যাসের চুলা, রাইস কুকারের মাধ্যমে ঠান্ডা খাবার গরম করা যাচ্ছে।
৬) রেফ্রিজারেটর দ্বারা যে কোনো খাবার অনেকদিন সংরক্ষণ করা যাচ্ছে।

৩। আমরা দৈনন্দিন জীবনে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করি?
উত্তর: আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করি তা নিম্নে দেওয়া হলো-

১) বাসস্থানে প্রযুক্তি: - বৈদ্যুতিক বাতি, ইস্ত্রি, বৈদ্যুতিক পাখা, টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, গ্যাসের চুলা, রেফ্রিজারেটর, রাইস কুকার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইত্যাদি।
২) খেলাধুলায় প্রযুক্তি:- ফুটবল, টেনিস র‍্যাকেট, ক্রিকেট ব্যাট ও বল, পোশাক, জুতা, ভিডিও ক্যামেরা ইত্যাদি।
৩) বিনোদনে প্রযুক্তি:- কম্পিউটার, তবলা, হারমোনিয়াম, গিটার, বেহালা, পিয়ানো, ড্রামস, সিডি ও ডিভিডি প্লেয়ার, নাগরদোলা, রোলার কোস্টার ইত্যাদি।
৪) চিকিৎসা প্রযুক্তি:- থার্মোমিটার, স্টেথোস্কোপ, রক্তচাপ মাপার যন্ত্র, এক্স-রে মেশিন, ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম আলট্রাসনোগ্রাফি, কম্পিউটার টমোগ্রাফি ইত্যাদি।
৫) কৃষিপ্রযুক্তি:- ট্রাক্টর, নিড়ানি যন্ত্র, রোপনযন্ত্র, পানি ছিটানো যন্ত্র, সেচ পাম্প, ফসল কাটার যন্ত্র, দুধদোহন যন্ত্র ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। খেলাধুলায় ব্যবহৃত হয় এমন ৫টি প্রযুক্তির নাম লেখ।
উত্তর: খেলাধুলায় ব্যবহৃত হয় এমন ৫টি প্রযুক্তি হলো-

১) ফুটবল ২) টেনিস র‍্যাকেট
৩) ক্রিকেট ব্যাট ৪) পোশাক ও
৫) জুতা ইত্যাদি।

২। বিনোদনের জন্য কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
উত্তর: বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তি হলো-

১) কম্পিউটার ২) গিটার ৩) সিডি
৪) রোলার কোস্টার ৫) ছবি আঁকার উপকরণ ইত্যাদি।

৩। চিকিৎসা প্রযুক্তির সুবিধা কী কী?
উত্তর: চিকিৎসা প্রযুক্তির সুবিধাগুলো হলো-

১) সহজে রোগ নির্ণয় করা যায়।
২) রোগীকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানে সহায়তা করা যায়।
৩) মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা যায়।
৪) শরীরের ভেতরের অঙ্গসমূহের অবস্থা জানা যায়।

৪। প্রযুক্তি কী বা কাকে বলে?
উত্তর: যন্ত্র বা কৌশল ব্যবহার করে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনীয় কাজ করাই হচ্ছে প্রযুক্তি।

অধ্যায়: ১০ (আবহাওয়া ও জলবায়ু)

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। বাংলাদেশের জলবায়ু কেমন? বর্ণনা কর।
উত্তর: আমাদের দেশ ষড় ঋতুর দেশ। এদেশ বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সাজে সেজে থাকে। বাংলাদেশের ঋতুগুলো হলো গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল। এটি বছরের সবচেয়ে উষ্ণ ঋতু। বৈশাখ মাসে কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে। আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল। এসময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস শরৎকাল। শরতের নীল আকাশে তুলার মত সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস হেমন্তকাল। এটি ফসল ঘরে তোলার ঋতু। পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীতকাল। এই সময় বাংলাদেশে ঠাণ্ডা অনুভব হয়। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্তকাল। এসময় চারিদিকে গাছপালা নতুন পাতা ও ফুলে সেজে ওঠে। এটিই বাংলাদেশের জলবায়ুর কাঠামো।

২। অতি বৃষ্টি বা বন্যা হলে কী সমস্যা হয়?

উত্তর: অতি বৃষ্টি বা বন্যা হলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় । যেমন:

১) রাস্তা-ঘাট কাঁদা হয়ে যায় ও পানিতে ডুবে যায়, ফলে চলাচল করতে অনেক কষ্ট হয়।

২) গ্রামাঞ্চালে ঘর - বাড়ি ডুবে যায়, এতে মানুষের বসবাস করতে কষ্ট হয় এবং অন্য কোথায়ও আশ্রয় নিতে হয়।

৩) বিশুদ্ধ পানির অভাব হয় এবং পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়।

৪) সাঁতার না জানা ছোট ছোট শিশুরাসহ অনেকেই প্রাণ হারায়।

৫) ফসলের জমি ডুবে যায় ফলে খাদ্য-শস্যের অভাব দেখা দেয়।

৬) স্কুল - কলেজ বন্ধ হয়ে যায়, এতে পড়াশুনার ক্ষতি হয়।

৭) এক পরিবার, বাড়ির সাথে অন্য পরিবার বা বাড়ির যোগাযোগে সমস্যা হয়।

৮) বাড়িতে থাকা গবাদি পশু, হাঁস-মুরগীর বাসস্থনের অভাব হয় এবং খাদ্যেরও অভাব দেখা দেয়।

৯) পুকুরের চাষের মাছ ভেসে যায় এতে আর্থিক ক্ষতি হয়।

৩। আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য:

আবহাওয়া	জলবায়ু
১) আবহাওয়া হলো কোন জায়গার অল্প সময়ের অবস্থা।	১. জলবায়ু হলো কোন জায়গার অনেক বছরের আবহাওয়ার একটি গড় অবস্থা।
২) একই সময় দুটি কাছাকাছি জায়গায় আবহাওয়া আলাদা হতে পারে।	২. বিশাল এলাকা জুড়ে একটি দেশের জলবায়ু একই রকম থাকে।
৩) আবহাওয়া সকালে একরকম ও বিকালে অন্যরকম হতে পারে।	৩. জলবায়ু পরিবর্তন হতে অনেক সময় লাগে।

৪। প্লাষ্টিকের বোতলে মেঘ কীভাবে তৈরি করা যায়?

উত্তর: প্লাস্টিকের বোতলে মেঘ তৈরি করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

উপকরণ: একটি পরিস্কার প্লাস্টিকের বোতল, গরম পানি, ম্যাচ।

চিত্র: বইয়ের ৭২ পৃষ্ঠা নিচের ছবি দুটি আঁকতে হবে: চাপ প্রয়োগ, চাপ অপসারণ ।

কাজ:

১) প্রথমে একটি পরিস্কার প্লাস্টিকের বোতল নিই।

২) প্লাস্টিক বোতলের মধ্যে সামান্য পরিমাণে অত্যন্ত গরম পানি দেই।

৩) বোতলের ছিপি বন্ধ করে বোতলটি ঝাঁকাই যাতে পানির কণাগুলো বোতলের গায়ে লেগে যায়। অতিরিক্ত পানি ফেলে দেই।

৪) একটি ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে সেটিকে নিভিয়ে দ্রুত বোতলের ভিতর ঢুকিয়ে দেই। এরপর বোতলটিকে সামনে পেছনে ২-৩ বার ঝাঁকাই।

৫) এরপর দুই হাতের সাহায্যে বোতলটির মাঝ বরাবর যত জোরে সম্ভব কয়েক বার চাপ প্রয়োগ করি এবং দ্রুত হাত সরিয়ে চাপ মুক্ত করি।

ফলাফল:

বোতলের দিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাব যে, বোতলের গায়ে লেগে থাকা পানির কণাগুলো ম্যাচের কাঠির ধোয়ার সাথে মিলে মেঘের সৃষ্টি করেছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। আবহাওয়ার উপাদানগুলোর নাম লেখ।

উত্তর: আবহাওয়ার উপাদান গুলো হলো আকাশের অবস্থা, বায়ুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত।

২। আর্দ্রতা বলতে কী বোঝ?

উত্তর: আর্দ্রতা হচ্ছে বাতাসে কতটুকুজলীয় বাষ্প আছে তার পরিমাণ। যখন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে তখন আমরা খুব সহজেই ঘেমে যাই। আবার বাতাসে যখন জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে তখন আমরা শুষ্ক অনুভব করি।

৩। শিশির কী?

উত্তর: শীতের রাতে কুয়াশা গাছের পাতা বা ঘাসের উপর জমা হয়ে ক্ষুদ্র পানির কণা সৃষ্টি করে তাই শিশির।

৪। মেঘ কী ভাবে তৈরি হয়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: রৌদ্রের তাপে সাগর বা নদীর পানি বাষ্পীভূত হয়ে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। যখন বাতাসের জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয় তখন তা সুক্ষ্ম ধূলিকণার উপর জমা হয়ে ক্ষুদ্র পানির কণা তৈরি করে। এই ক্ষুদ্র পানির কণা আকাশে মেঘ হিসাবে ভেসে বেড়ায় এ সময় আমরা মেঘ দেখতে পাই।

"সমাপ্ত"
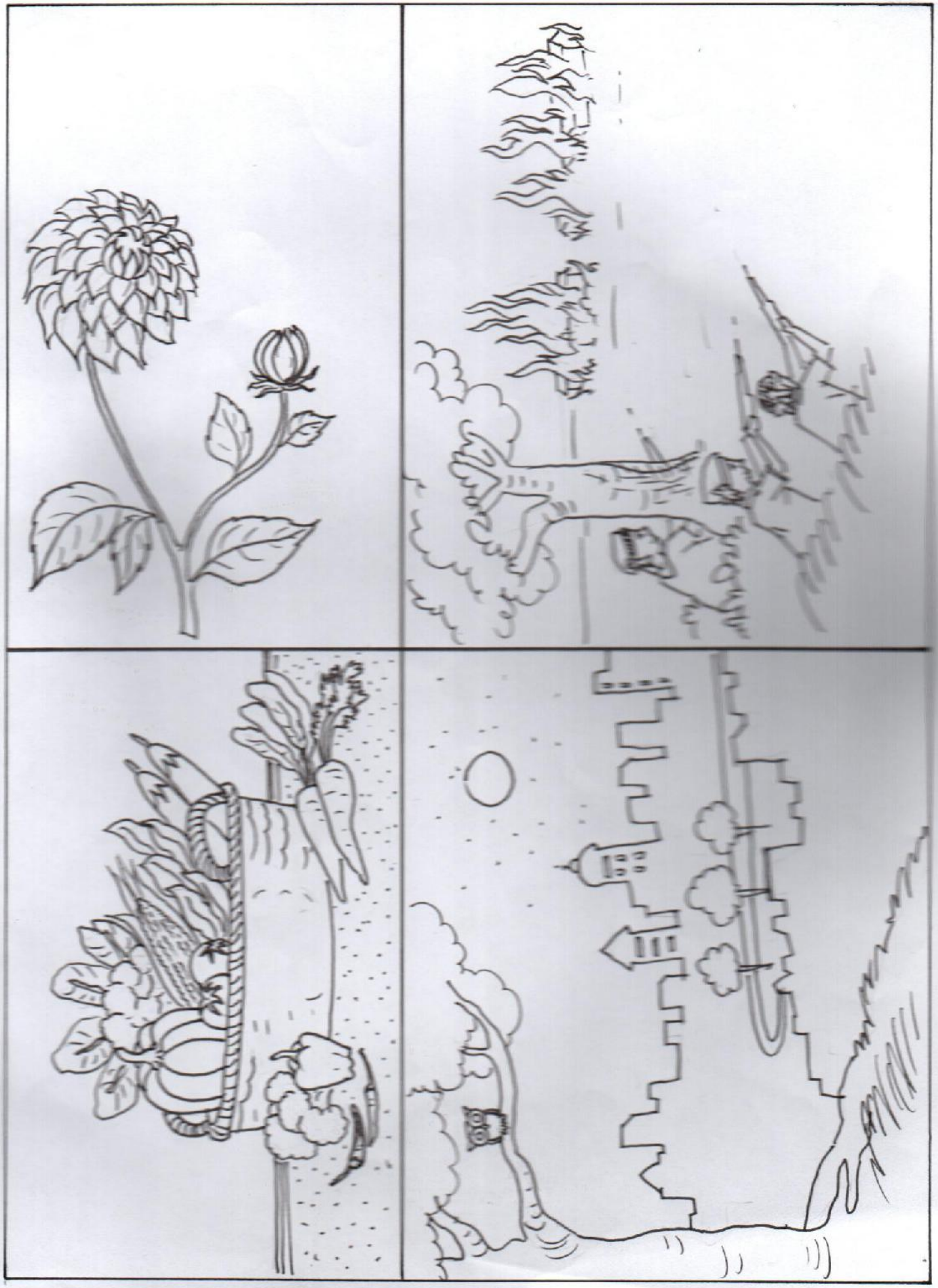
বিষয়: অংকন ও রং করা